ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 December 2021 ■ আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৭ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিজস্ব পুলিশ চাইছে এডিসি, আসছে রুলস

বিশেষ অধিবেশনে ডাকতে হবে ঃ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা সব-শাসিত জেলা পরিষদে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে, এডিসিকে নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। হয়তো, সেই লক্ষ্যেই এডিসি-তে নিজস্ব পুলিশ রুলস তৈরীর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। তাই, এডিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মার বক্তব্য, নিজস্ব পুলিশ রুলস তৈরীর জন্য বিশেষ অধিবেশন করতে হবে।

আজ সোমবার এডিসি-র উদ্যোগে পশ্চিম জোনাল অফিস প্রাঙ্গনে মহারাজা কিরীট বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের

মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে এডিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বলেন, ১৯৯৪ সালে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট পরিচালন কমিটি এডিসি পুলিশ বিল অনুমোদন করে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল। রাজ্যপাল ২০০৭ সালে পুলিশ আইন অনুমোদন করেছিল। কিন্তু, পুলিশ রুলস তৈরী করতে ১০ দিনের বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন রয়েছে।

তাঁর কথায়, ওই অধিবেশনে পুলিশ রুলস তৈরীর জন্য জন প্রতিনিধিগণ আলোচনা করবেন। তারপর রুলস তৈরী করা হবে। তাঁর দাবি, রুলস তৈরী হবার পর এডিসি প্রশাসন পুলিশ বিভাগে সরাসরি লোক নিয়োগ করতে পারবে। তাই, বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে, বলেন তিনি।

এদিকে, সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে যন্তর মন্তরে আইপিএফটি এবং তিপ্রা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৮

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দেশে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৮। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের পর বর্তমানে দেশজুড়ে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৮ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ জন। রাজস্থানে ৯ জন। কর্ণাটকে ৩ জন। গুজরাটে ৩ কেরালায় ১ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ১ জন। রাজধানীতে ২ জন এবং চণ্ডীগড়ে ১ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওমিক্রনে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি আয়ারল্যান্ড থেকে মুম্বইয়ে এসেছিলেন। সেখানে করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পরে তিনি ২৭ নভেম্বর বিশাখাপত্তনমে যান। সেখানে পৌঁছে দ্বিতীয়বার করোনা পরীক্ষা হয় তাঁর। দ্বিতীয় আরটিপিসিআর টেস্টে তাঁর স্যাম্পেল পাঠানো হয় হায়দ্রাবাদে। জিনোম সিকোয়েন্স করলে জানা যায় তিনি ওমিক্রন পসেটিভ। তবে, তাঁর শরীরে কোনও লক্ষণ না থাকায় তিনি তৃতীয়বার পরীক্ষা করেন। সেখানে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

ভারত ছাড়াও ৫৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে 'ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন' বলে অনেক আগেই ঘোষণা করেছে। ওমিক্রনের হাত ধরে পশ্চিমী দেশগুলিতে করোনার চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়ার প্রমাদ গুনছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্রিটেন, ডেনমার্ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।

প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিস ইউনিভার্স

মিস ইউনিভার্সের শিরোপা পেলেন ২১ বছরের চন্ডীগড়ের মেয়ে হারনাজ সান্ধু।

২১ বছরের প্রতীক্ষা শেষ, চন্ডীগড়ের হারনাজের মাথায় মিস ইউনিভার্সের মুকুট

নয়াদিল্লি ও ইলাত, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দীর্ঘ ২১ বছরের প্রতীক্ষার অবসান। দুই দশক পর সমস্ত দেশবাসীকে গর্বিত করে মিস ইউনিভার্সের শিরোপা পেলেন ২১ বছরের চন্ডীগড়ের মেয়ে হারনাজ সান্ধু। ইজরায়েলের ইলাতে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্সের ৭০তম এডিশনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন চণ্ডীগড়ের মেয়ে হারনাজ সান্ধু। সুস্মিতা সেন, লারা দত্তের পর তৃতীয় ভারতীয় সুন্দরী হিসেবে মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন হারনাজ।

মিস ইউনির্ভাস প্রতিযোগিতার আয়োজকদের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০২১ সালের মিস ইউনিভার্সের বিজয়িনীর নাম ঘোষণা করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও আপলোড করে জানানো হয়, 'মিস ইউনিভার্স ২০২১-র তাজ উঠল মিস ইন্ডিয়ার মাথায়'। হারনাজের মাথায় এদিন মুকুট পরিয়ে দেন ২০২০ সালের মিস ইউনিভার্স মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া মেজা। মঞ্চে সোনালি স্লিভলেস গাউনে ঝলমল করছিলেন হারনাজ, হিরে খচিত মিস ইউনিভার্সের তাজ তাঁর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদেও ফেলেন, বিদেশের মাটিতে চিৎকার করে বলতে শোনা যায় "চাক দে ফাট্টে"।

৭৯ জন প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে মিস ইউনিভার্সের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছেন হারনাজ সান্ধু। ২১ বছরের এই তরুণীর জন্ম চন্ডীগড়ে। জনসংযোগ নিয়ে মাস্টার্স করেছেন তিনি। পঞ্জাবি ছবির জগতে রয়েছেন বহুদিন। মডেলিং জগতেও তিনি বেশ সুপরিচিত নাম। ভালবাসেন অভিনয় করতে। হবি সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া আর নাচ। এর আগেও মিস চন্ডীগড় হয়েছেন তিনি। ফেমিনা মিস ইন্ডিয়ার খেতাবও জুটেছে তাঁর। তবে চন্ডীগড়-ভারত ছাড়িয়ে এবার তিনি পৌঁছে গেলেন বিশ্বের দরবারে। বছর শেষে নিজের দেশকে দিলেন সেরা উপহার।

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের বসতঘর পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া আড়ালিয়া এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে চাকরিচ্যুত এক শিক্ষকের বসতবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া এক নং ওয়ার্ডে।

জানা গেছে, রবিবার মধ্য রাত ৩ টা নাগাদ চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩-র শিক্ষক আনিস মিয়ার ব্যক্তি বাড়িতে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুন দেখার পর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে খবর দেন এলাকাবাসী। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়ি আসতে দেরি হওয়ায় ১০৩২৩ এর শিক্ষক আনিস মিয়ার বসত ঘরটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই গেছে। রক্ষা করতে পারে নি জরুরি কাজপত্র সহ আসবাবপত্রও। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা বলে দাবি আনিস মিয়ার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার অবস্থা বেহাল থাকার দরুন সঠিক সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসংগঠিত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করতে ই-শ্রম কার্ডপ্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। অসংগঠিত সমস্ত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য সোমবার এনবিআরসি ক্লাবে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

সোমবার এনবিআরসি ক্লাবে আয়োজিত বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ-র উদ্যোগে ই- শ্রম কার্ড বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার অভিজিৎ মল্লিক, গৌতম মজুমদার সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের এলোপাথারী হামলায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। কাঁকড়া ছড়া এলাকায় বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে এক গাড়ি চালকসহ দুইজন আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত দুজনেই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।
বিয়ে বাড়ি থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পথে বাবুল দেববর্মা নামে এক যুবকের এলোপাথারী মারে দুইজন গুরুতর আহত করা হয়েছে। আহত উপজাতি যুবকসহ গাড়ী চালকও। ঘটনা কাঁকড়া ছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিরার রাতে মুংগিয়াকামি থানাধীন গোবিন্দ সর্দার পাড়া থেকে কাঁকড়া ছড়া এলাকায় বিয়ে বাড়িতে যায় হাকেম দেববর্মা ও তার পরিবার। বিবাহ অনুষ্ঠান সেরে বাড়িতে ফেরার পথে আচমকা এক উপজাতি যুবক তাদের উপর হামলা করে বলে অভিযোগ। তাতে হাকেম দেববর্মা ও তার ভাড়া করা মেক্স গাড়ির ড্রাইভার আহত হন। রাতেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে তাদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে হাকেমের মাথায় প্রচন্ড আগাত লেগেছে।
ওই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান আক্রান্তরা। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই বরুণ দেবতা মুখ তুলে তাকানো হয় তার কেটে ঘরে তোলার চেষ্টা শুরু করেছেন কৃষকরা।বিগত কয়েকদিন পূর্বে টানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বর্তমানে অশ্রুতে জল, কপালে চিন্তার ভাঁজ, কি করবে তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

তেলিয়ামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর : অকাল বর্ষণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের জোরালো দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা। অবশ্য, বৃষ্টি থামতেই এখন আবহাওয়া ফসল কাটার অনুকূলে রয়েছে। তাই, কৃষকরা দ্রুত ফসল ঘরে তোলার চেষ্টায় রয়েছেন।

গত শ্রাবণ মাসে কৃষকরা রঞ্জিত ধানের চাষ করেছিলেন বুক ভরা আশা নিয়ে। প্রত্যাশা ছিল ভাল ফলন হবে। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্ররোষে কৃষকরা বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্তের শিকার। ধানের কৃষিজমি জলের টইটুম্বুর। এমন বাস্তব চিত্র তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের তৃষা বাড়ি এলাকায়। বিশেষ করে বৃষ্টির দিন গুলিতে কৃষি জমিতে জল জমে থাকে। কারণ রেল লাইনের জন্য জল নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এদিকে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের করিডরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

রাজ্যের অধিকাংশ যোগ্য নাগরিকের করোনার টিকাকরণ সম্পন্ন ঃ রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণ অন্যতম অস্ত্র, তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরা দেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। অন্তত, টিকাকরণের প্রাপ্ত রিপোর্টে এমনটাই মনে হচ্ছে। করোনার টিকাকরণে যোগ্যদের মধ্যে অধিকাংশরাই টিকার দুইটি দোজ নিয়েছেন।

ত্রিপুরায় মোট জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ নাগরিক করোনার টিকা নেওয়ার জন্য যোগ্য। কারণ, মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩.৯৫ লক্ষ নাগরিক ০-১৮ বছরের মধ্যে রয়েছে, তাঁদের টিকাকরণ এখনো শুরু হয়নি। স্বাস্থ্য দফতরের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী নাগরিকের সংখ্যা ১৬.৩ লক্ষ, তাঁরা করোনার টিকার নেওয়ার জন্য যোগ্য। তাছাড়া, ৪৫ এবং তার উর্দ রয়েছেন প্রায় ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮০৪ জন, তাঁদেরকেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনসংখ্যার নিরিখে টিকাকরণে যোগ্য পাঁচ লক্ষাধিক ত্রিপুরার নাগরিকের করোনার টিকার উভয় ডোজ দেওয়া বাকি রয়েছে।

করোনার টিকাকরণ সংক্রান্ত মিডিয়া বুলেটিনে জানা গেছে, ত্রিপুরায় করোনার টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে ৪৬,৪০,০৪৭ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে, ২৫,৬১,৭২৭ জনকে প্রথম ডোজ এবং ২০,৭৮,৩২০ জন দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫,১১,৯৩০ করোনার টিকার ডোজ মজুত রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান সন্ত্রাসের বলি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ডিসেম্বর।। ফের যান সন্ত্রাসের বলি হলেন এক যুবক। ঘটনা বিশালগড় জাঙ্গালিয়া ড্রামের কোচি এলাকায়। মৃতের নাম দ্বীপক দেববর্মা। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া ড্রামের কোচি এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাইকে চেপে বিশ্রামগঞ্জ থেকে বিশালগড়-র দিকে আসার পথে জাঙ্গালিয়া ড্রামের কোচি এলাকায় এসে একটি যাত্রীবাহী বাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর পরকীয়া সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। স্বামীর পরকীয়া সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত রতন নগর এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিশালগড় থানার অন্তর্গত রতননগর এলাকায় গৃহবধূ সুস্মিতা বেগম তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে নিজেই ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। জানা গেছে, বছর কয়েক আগে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বক্সনগর এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমান বিশালগড় রতননগর এলাকার সুস্মিতা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিয়ের কয়েক মাস ঠিক ভাবে চললেও সন্তান হবার পর সুস্মিতা বেগমের ওপর শুরু হয় তার স্বামীর নির্মম অত্যাচার। এমনটাই অভিযোগ করেন গৃহবধূ সুস্মিতা বেগম।

এদিকে, স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুস্মিতা বেগম বাপের বাড়ি রতন নগরে চলে আসেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধন করলেন মোদী, বললেন অসম্ভব বলে কিছুই নেই

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.)।। স্বপ্নের কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, সাধু-সন্ন্যাসী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। "হর হর মহাদেব' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় প্রায়শই উঠে এসেছে মহাদেব ভজনার এই শব্দবন্ধ। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডর উদ্বোধনে বেশ সুর করেই প্রধানমন্ত্রী একাধিক বার বলেছেন 'হর হর মহাদেব'।
প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই। ইচ্ছে থাকলে সবকিছু সম্ভব।' এই প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তার প্রেক্ষিতে বলতে গিয়েই এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আজকের ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ভগবান শিবকে প্রণাম করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কাশীতে এক জনেরই সরকার রয়েছে। যাঁর হাতে ডমরু রয়েছে। তিনি চেয়েছেন বলেই এই কাজ সম্ভব হয়েছে।' নবনির্মিত করিডরের সৌজন্যে কী সুবিধা হবে সাধারণ মানুষ এবং প্রবীণদের। সে কথা সোমবার বিস্তারিত বলেছেন মোদী। সোমবার থেকেই জনসাধারণের জন্য করিডর খুলে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঔরঙ্গজেব এবং শিবাজীর প্রসঙ্গ তোলেন মোদী।
তিনি বলেছেন, "কাশী অনেক উত্থানপতনের সাক্ষী থেকেছে। অনেক সুলতান এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু কাশী রয়েছে। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার ইতিহাস জানে। কিন্তু তাঁর পাল্টা শিবাজিও ছিলেন।" কাশী বিশ্বনাথ করিডর নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের এদিন অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, 'করোনাকালেও তাঁরা নিজেদের কাজ থামতে দেননি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নতুন ভারত নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত এবং সামর্থ্যের উপর আস্থাও রয়েছে...নতুন ভারতে "বিরাসত" এবং "বিকাশ" রয়েছে।' উপস্থিত সকলের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে তিনটি প্রতিশ্রুতি চাই, নিজের জন্য নয়, আমাদের দেশের জন্য-পরিচ্ছন্নতা, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন এবং একটি স্বনির্ভর ভারত তৈরির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা।'

চাকুরীচ্যুতির পত্র অথবা চাকুরিতে পুনর্বহাল, দাবি জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রত্যেককে চাকুরীচ্যূতির পত্র অথবা চাকুরিতে পুনর্বহাল করার জোরালো দাবি জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সোমবার শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দাবি জানিয়েছেন তারা।

১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আজ শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কি কারণে তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে সেই বিষয়ে জানতে যান তারা। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের পুনরায় চাকরিতে বহাল করার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আঠারমুড়ায় জাতীয় সড়ক চার লেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আঠারমুড়ায় জাতীয় সড়ক চার লেন করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই চার লেন জাতীয় সড়ক চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজের গতি বাড়ানো হয়েছে।

জাতীয় সড়কে চার লেনের রাস্তার কাজ চলছে জোর গতিতে। টানা তিন মাস ধরে কাজ চলছে। চার লেনের রাস্তার কাজ হচ্ছে গুণমান সম্পন্ন ভাবে। কাজটি করছে বহিঃরাজ্যের একটি নির্মান সংস্থা। দ্রুত গতিতে কাজ চলতে থাকার কারণে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হচ্ছে। ওই সব সমস্যা গুলিও নিরসন হয়ে যাবে বলে জানান ওই নির্মান সংস্থার জনৈক কর্মী।

এই কাজে আঠারো মুড়া পাহাড়ে সংস্থার সুপার ভাইজার দীপক দেববর্মা জানান, চার লেনের কাজে কেবল বৃষ্টির দিনগুলিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির দিনে রাস্তা মূলত কদমাক্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে পাহাড়ের মাটি ভেঙে অনেক সময় ধ্বস পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৩ মাইল এলাকায় তিনটি জেসিবি অনবরত কাজ করছে। এছাড়াও বৃষ্টির দিনে রাস্তাটি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠার কারণে ছোট-বড় যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে থাকে। ওইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলি নিরসনের জন্য চার লেনের কাজ চলছে জোর গতিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৬৯ ▫ ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২৭ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শীতের আমেজ রাজ্যেও

ধীরে ধীরে আগমন ঘটিতেছে শীতের। ঋতুবদলের এই সময়ে নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছেন সাধারণ মানুষ। শীতের ঋতুকে আপন করিয়া নিতে মানুষ প্রস্তুত।দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা করিয়া থাকেন সাধারণ মানুষ শীতঋতুকে বরণ করিয়া নিতে। ইতিমধ্যেই এ রাজ্যে শীতের আমেজ ধীরে ধীরে উপভোগ করতে শুরু করিয়াছেন প্রত্যেকে। তবে এই বছর বর্ষাকালে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে অনেকটাই কম হইয়াছে। ফলে জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া গিয়াছে। জলস্তর নিচে নামিয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যে বছর কম হয় সেই বছর জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া গিয়াছে।।এবছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় জলস্তর নিচে নামিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া টিলাভূমি এবং পাহাড়ি এলাকায় জল সংকট চরম আকার ধারন করিয়াছে । অনেকের বাড়িঘরে পুরানো জলের উৎস থাকিলেও সেইগুলি থেকে আশানুরূপ জল পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে এবছর আশানুরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জল সংকট দেখা দিয়াছে। এর প্রভাব মারাত্মকভাবে দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে সংকটে পড়িইয়াছেন মানুষজন ।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান।

এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

হাঁটতে হাঁটতে হাঁটুর ব্যথা সারানো সম্ভব

গৌতম কুমার ভদ্র

সাধারণ মানুষের মধ্যে হাঁটুর সমস্যা আজ অনে বেড়ে গেছে। কিন্তু হাঁটুর ব্যথা হয় কেন? এর জন্য গঠনগত ক্রটিও একটা বড় ধরনের কারণ। প্রথমেই আসি, আমরা অধিকাংশ জনই সূর্যের আলো শরীরে লাগাই না। এড়িয়ে চলা করি। রোদ গরম থেকে এসে এসিতে বসে পড়ে আয়েস অনুভব করি। এতে শরীরের সংযোগস্থলগুলির পেশি দুর্বল হয়ে যায়। আর যে পেশি বেশিভাবে কাজ করে যমন হাঁটু তখন দেহের ভার নিতে ক্রমশ অক্ষম হয়ে পনে। ক্রমাগত এরকম হতে হতে শেষ পর্যন্ত হাঁটুর ব্যথা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়ত, যে মানুষয ত বেশি হাঁটু সঞ্চালন করবেন অথবা কাজ করেবন তাঁর হাড় তত বেশি শক্ত হবে। যার ফলে দেখা যায় দিন মজুরের কাজ যারা করেন তাদের হাড় অনেক বেশি শক্ত। পক্ষান্তরে যাঁরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন তাদের হাড় অনেকটাই দুর্বল। ফলে হাঁটুর ব্যথা দেখা দেয়।

স্নেহ জাতীয পদার্থ যেমন ফ্রিজে রাখলে জমে যায়। এ ব্যাপারটা হল অনেকটা সেই রকম। সাধারণত এই জাতীয় পদার্থকে গরম করলে তরল হবেই। পাশাপাশি এই ধরনের খাদ্যও পৌষ্টিক তন্ত্রে মধ্যে জমে যায়। যা মলের সঙ্গে শরীরের বাইরে চলে যায়। হাঁটুর সমস্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রথম লক্ষণ হল যদি অনেকক্ষণ বসে থাকার পর উঠতে গেলে হাঁটু ধরে উঠতে হয় বা হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করেন তা হলে বুঝতে হবে যে অসুবিধার কারণ আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়েও অনেক সময় সমস্যা হতে পারে।

হাঁটু কিন্তু শরীরের ওজন ধারণ করে। তাই কারও তাই কারণ যদি শরীরের ওজন বেশি হয় তার হ্রাস অবশ্যই করতে হবে। তা না হলে ব্যথা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। সেই জন্য হাঁটা, স্কিপিং বা নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

নারী, পুরুষ বেদে কি এই ব্যাখ্যার লক্ষণ আলাদা? বস্তুত চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যথার খুব একটা প্রকার ভেদ নেই। এরপর থেকেই পার্থক্য দেখা দিতে থাকে। সাধারণত ওই বয়সের পর মহিলাদের ইস্টোজেন নামক হরমোন যা কিনা হাড়ের গঠনের জন্য খুবই জরুরি। তা কিন্তু আর নির্গত হয় না। ফলে হাড় দ্রুত দুর্বল হতে থাকে। সেই সময় তাদের এই অসুবিধাগুলি বেশি দেখা যায়। আবার ষাট বছরের পর লিঙ্গ ভেদে কিন্তু এই ব্যথার লক্ষনের কোনও পরিবর্ত দেখা যায় না। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা প্রয়োজন হাড়ের ওফর কোনও অবস্থাতেই বেশি চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। শরীরের ওজন যেন বেড় না যায় সে দিকে বিশেভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব জরুরি। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। আর হাড়ের ওপর চাপ কমাতে পেশীশক্তি বাড়ানো খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী শক্তি খুব প্রয়োজন। ব্যথা নিয়মিত থাকলে পেশী দুর্বল হতে থাকে। আর পেশী যত দুর্বল হতে থাকবে ততই হাড়ের ওপর চাপ বাড়বে। পলে দুটো হাড়ের মধ্যে যে করেটিলেজ থাকে তা কিন্তু ধীরে ধীরের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই করেটিলেজের নির্দিষ্ট একটা পুরুত্ব তাকে। চল্লিশের পর থেকে এক ভাঙনের শুরু আর উৎপন্নের পরিমাণ কমতে থাকে। তখন হাড় দুটি একটির সঙ্গে অন্যটি ঘষা খায়। আর তখনই ব্যথা অনুভূত হয়। কারও কারও আবার ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে জলও জমে যায়। যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় ইফিউসন। অনেককে দেখা যায় প্রায় হাঁটাচলাই করতে পারছেন না। আসলে হাড়ের ওপর প্রচণ্ড চাপের জন্যই এই অবস্তা দেখা দেয়। পাশাপাশি মাসলও দুর্ভল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রোগীকে শুইয়ে রাখা প্রয়োজন। লাগানো উচিত লম্বানি ব্রেস। যার ফলে হাঁটু ভাঁজ করা বা নড়াচড়া করা যায় না। এতে হাঁটুর মধ্যে ঘষা লাগা কমে যায়। অনেকেই এক থেকে দু বছর পর্যন্ত নি ক্যাপ ব্যবহার করেন। যা কোনও অবস্থাতেই করা উচিত নয়। যন্ত্রণার সময়ই একমাত্র ব্যবহার করা উচিত। তাও দু'তিন সপ্তাহের বেশি নয়। হাঁটুকে সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত হাঁটা একান্ত জরুরি। সকালে এবং প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা। বেশিক্ষণ যারা বসেকাজ করেন তাঁদেরমাধে চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করে নেওয়া প্রয়োজন। বেশিক্ষণ এসিতে বসে থাকাও ঠিক নয়। হাঁটুর ব্যথা কমাতে হলে ভাঁধাকপি ভালো করেন শিলে বেটে হাঁটুর ওপর লাগিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলেও ব্যথা কমে যাবে। নিয়মিত করলে নিশ্চিত উপকার পাওয়া যাবে। হাঁটুর ব্যথা মানেই কিন্তু বাত নয়। অতএব, না জেনে এলোমেলো ওষুধ ব্যবহার না করাই ভালো।

ডিম, মাছ, মাংস যতটা সম্ভব কম খাওয়া উচিত। রসুন, আদা, পেঁয়াজ একেবারেই নয়। যতটা সম্ভব শাক সব্জি খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুধ চা খাওয়ার বদলে কালো চা পান করলে উপকার পাওয়া যায়। মধুর সঙ্গে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়মিত দু বেলা খেলে ব্যথার পরিমাণ কমবে। এক্ষেত্রে মুসুর জাল ছাড়া অন্য কোনও ডাল চলবে না। জল ঢালা ভাত অথবা পান্ত কখনই নয়। ক্যালশিয়াম জাতীয় খাবার এই রোগের পক্ষে যথায়ত। নিয়মিত নিয়মগুলি মেনে চললে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। তবে অত্যাধিক হাঁটু যারা ব্যবহার করেন যেমন খেলোয়াড়, ওয়েট লিফটার, ছুতোর মিস্ত্রি তাঁদের কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। হাঁটু কিন্তু অনেকটাই মেশিনের মতো। নির্দিষ্ট সময়ের পর ক্ষয় হতে থাকে। তাই সময় থাকতে থাকতেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গান্ধী—সুভাষ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করতে চেয়েছি

সুগত বসু

২১ জানুয়ারি প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে, এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে হাজির হয়েছিলাম। সে কী সাজো সাজো রব। উপলক্ষটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ, ২৩ জানুয়ারি শিশিরকুমারে বসুর ব্রোঞ্জমূর্তির উদ্বোধান। তারই প্রস্তুতি চলছিল সেদিন।

একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছিলাম, ভালও লেগেছিল। দু'দিন আগে থেকেই কত মুখের ভিন নেতাজির ভবনের আঙিনায়। বাচ্চার হাত ধরে অভিবাবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন নেতাজি-মহাত্ম্য। কেই সেলফি তুলছেন, চাইছেন ফোটোগ্রাফের সুবাদে বিরাট ইতিহাসের চলমান অংশ হয়ে যেতে। অনেকেই লাইব্রেরিতে ঘুরছেন। একজন তো এসেছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে। উদ্দেশ্য, চিকিৎসা করানো। কিন্তু হাতে কিছু বাড়তি সময় থাকায় সটান নেতাজি ভবনে হাজির। সুভাষচন্দ্র বসুর ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা সংকলন আছে কি? এই তার জিজ্ঞাস্য। এই মুখর আবহে-ই পাওয়া গেল অধ্যাপক সুগত বসুকে। হাসিমুখে জানালেন, ব্যস্ততা তুঙ্গে। দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। কিন্তু কথায়, আলোচনায় ধার্য সময় কখন যে পেরিয়ে গেল। উদ্ভাসিত হল বহুমুখী বাস্তবের আলো। যেসব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশিষ্ট অধ্যাপক, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

গুজব রহস্যমানব ও নেতাজি

নেতাজি সম্বন্ধে ঐতিহাসিত তথ্যের কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে পরিস্কার করে বলা যায় যে, বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে নেতাজি সংক্রান্ত যেসব দলিল যেমন তার আলোকচিত্র ও ফিল্ম ফুটেজ, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর লেখা চিঠি--- যা কিছু তিলে তিলে সংগ্রহ করা হয়েছে---সেগুলোই নেতাজি সম্বন্ধে সবচেয়ে বিশ্বাস্য তথ্য। সেগুলিই পড়া উচিত। বারবার পড়া উচিত। আমার বাবা শিশিরকুমার বসু বলতেন, নেতাজি রহস্যমানব ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিল একদম কাচের মতো পরিষ্কার, স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁকে বারবার রহসম্যানব করে তোলার অপচেষ্টা হয়েছে। নেতাজি ও রহস্য এই দু'টি শব্দকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সচেতনভাবে। এমন অবস্থায় নেতাজির নিজের লেখা পত্র পড়তে হবে গভীর মনোযোগে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি জড়িত ছিলেন, এ কথা সুবিদিত। কিন্তু আজাদ হিন্দুস্তানের বিষয়ে তিনি বস্তুত কী চিন্তা পোষণ করতেন, তা তরুণ প্রজন্ম তখনই জানতে পারবে, যখন তাঁকে পুনঃপাঠে আগ্রহী হবে। আজীবন সুভাষচন্দ্র বসু দু'টি বিষয়কে ভীষণ গুরুত্ব গিয়েছেন। এক) সাম্য। দুই) সমানাধিকার। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যেন সাম্য ও সমানাধিকার চর্চার সুযোগ পায়। তিনি কখনও বলেননি, একে অন্যকে সহ্য করতে হবে। বরং বলেছেন কালচারাল ইন্টিমেসি বা সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য-র কথা। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্তর দিয়ে চিনতে হবে তাঁর সহ নাগরিককে। একে অপরকে ভালবাসতে হবে। আমরা যাদি তাঁর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রক্লেমেশনটি পড়ে দেখি, দেখব, শেষ বাক্যে ইক্যুয়াল রাইটস বা সামানাধিকারের কথা তিন তিনবার জোর গলায় বলেছেন। আর তাঁর জীবন যদি দেখি, তাহলেও শিক্ষণীয় উপকরণ পাব বইকি। আমার বাবা শিশিরকুমার বসু এই বাড়ি থেকে তাঁকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন গোমো অবধি। কিন্তু পেশায়ারে কে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য? মিয়া আকবর শা । যিনি দেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজি যখন ৯০ দিন ধরে ডুবোজাহাজে করে ইউরোপ থেকে এশিয়া এলেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ, সেই সময় প্রথম কয়েক মাস তাঁর একমাত্র ভারতীয় সঙ্গীর নাম ছিল আবিদ হাসান। যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধ করল কোহিমায়, ফৌজের প্রথম ডিভিশনের সেনাপতির নাম ছিল মহম্মদ জামান কিয়ানি। সম্প্রতি মইরাং গিয়েছিলাম। এই মইরাংয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে আজাদ হিন্দ ফৌজের হয়ে যিনি প্রথম তেরঙা উড়িয়েছিলেন, সেই সেনাধ্যক্ষের নাম ছিল শওকত মালিক। আর নেতাজির শেষ বিমানযাত্রায় একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী ছিলেন হাবিবুর রহমান। আর যখন স্থির হল যে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে হবে সিঙ্গাপুরে, তখন যাকে এটি তৈরি করার ভাব দিয়েছিলেন নেতাজি —তাঁর নাম কর্নেল সিরিল জন্য স্ট্রেসি। চুম্বকে, প্রত্যেককে নিয়ে চলার এই যে আদর্শ, যাকে আমরা ইনক্লুসিভনেস বলি, তা নেতাজি কাজে করে দেখিয়েছিলেন

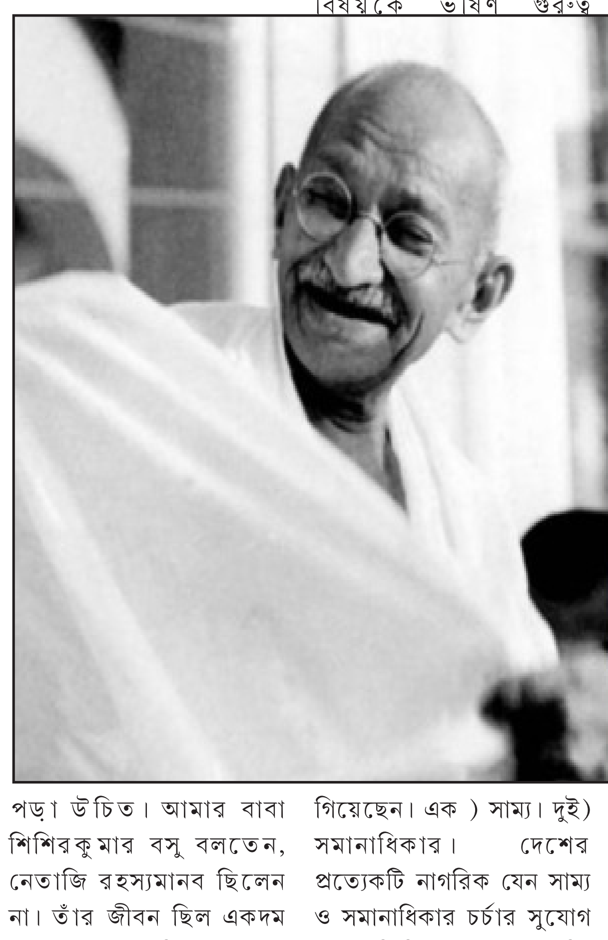

জাতীয়তাবাদ ও নেতাজি

নেতাজি যে দেশপ্রেমের কথা বলতেন, সেটা ছিল ভীষণ উদার। দেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝতেন সেই ভালবাসা, যা আমাদের উৎসাহিত করবে একে অপরকে সেবা করতে। একই সঙ্গে যে দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সৃজনশীল হতে। যে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ, আত্মমগ্ন ও স্বার্থপরতার দোষে দুষ্ট আর ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ---তাকে তিনি কখনও স্বীকৃতি দেননি।

তিনি জানতেন দেশপ্রেমের দুটো দিক থাকতে পারে। একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি উন্নতির আলো আর একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি বিভেদও কলহের বার্তা। অনেকেই নেতাজিকে দেশপ্রেমিক বলেন। তারা নিশ্চয় ঠিক বলেন, তবে এর সঙ্গে আরও দুটো কথা যোগ করতে হবে। তা হল নেতাজি ঐক্য ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

"হিজ ম্যাজেস্টি'স অপোনন্ট" ও নেতাজি আমার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটি যা ও যেমন ছিল, সেই আকারেই আবারও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে আমাকে বলা হয়েছিল নতুন একটি 'ইন্ট্রোডাকশন' বা 'ভূমিকা' লিখতে। ২০১১-'২০। মাঝের এই ক'বছরে আবিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমি সাংঘাতিকাভে বদলেছে ও প্রভাবিত হয়েছে। উত্থান ঘটেছে সেই দক্ষিণপন্থী শক্তির, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত তো বটে, কিন্তু স্বভাবে ও প্রকরেণ খুবই স্বৈরাচারী। এটা সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, তুরস্ক এমনকী এই ভারতেও তার দেখা মিলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির জীবনদর্শন কীভাবে নতন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে। ভূমিকায় সেটাই তুলে ধরেছি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

শ্রীনগরে নিরাপত্তা বাহিনীর বাসে জঙ্গি হামলা, নিহত ৩

শ্রীনগর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানী শ্রীনগরের উপকণ্ঠে আরিপোরা-জিওয়ান এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালাল জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ১৪ জন সদস্য আহত হয়েছেন। তিনজনকে সংকটজনক অবস্থায় শ্রীনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে ৩ জন পুলিশকর্মী মারা গিয়েছেন।

জম্মু কাশ্মীর পুলিশের সদস্যদের নিয়ে একটি বাস শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল। জিওয়ানের পান্থাচক এলাকায় বাসটি পৌঁছতেই জঙ্গিরা বাসটিকে ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ে হতচকিত হয়ে যান পুলিশকর্মীরা।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পান্থচকের অদূরে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ক্যাম্পের কাছেই জওয়ানদের কনভয়ের একটি বাসে হামলা হয়। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। স্থানীয় সূত্রের খবর, জওয়ান বোঝাই বাসের ছাদে উঠে এক জঙ্গি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করে।

জম্মু কাশ্মীর পুলিশের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল জানাচ্ছে, আহতদের মধ্যে একজন এএসআই, একজন সিলেকশন গ্রেড কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে। গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি শুরু করেছে যৌথ বাহিনী।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামা এলাকায় এক আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী গাড়ি নিয়ে ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের একটি বাসে ধাক্কা মারে। একটি বড় বিস্ফোরণ হয় এবং ৪০ জনেরও বেশি জওয়ান নিহত হন। সেই ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি উস্কেই সোমবারের এই হামলা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত মহারাজ কীরিট বিক্রম মাণিক্যের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন টিডিএফ নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

কালভৈরব মন্দিরে পূজার্চনা প্রধানমন্ত্রীর, যোগীর সঙ্গে গঙ্গাভ্রমণ

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিয়ে বারাণসী সফরের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু''দিনের সফরে সোমবার সকালেই বারাণসীতে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান কালভৈরব মন্দিরে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কালভৈরব মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।
বারাণসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকেই পর পর দু'বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন মোদী। কাশী বিশ্বনাথ করিডরের উদ্বোধনে সোমবার সেখানে গিয়েছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস নজর কেড়েছে। রাস্তার ধারেই জড়ো হয়ে মোদীকে সোমবার অভিবাদন জানিয়েছেন বারাণসীবাসীরা। কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর গঙ্গাভ্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গাতীরে যাওয়ার পথ এবং সেখানে থাকা মন্দিরগুলি সংস্কার করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে কাশী বিশ্বনাথ করিডর। সেই প্রকল্পের উদ্বোধন সোমবার করবেন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে আরতি দেখতেও প্রধানমন্ত্রী যাবেন। কাশী বিশ্বনাথ করিডর প্রকল্প নিয়ে স্বপ্নের কথা এর আগে একাধিকবার উঠে এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর কথায়। বারণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গার তীরে সহজে যাতে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে এই করিডর।

পুষ্টিকর খাবারই সঙ্গী তৃণমূল প্রার্থী অনিন্দ্য কিশোরের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আর বেশি দেরি নেই পুরভোটের। পুরভোটের আগে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। রোদের মধ্যে প্রচারে পুষ্টিকর খাবারকেই সঙ্গী করেছেন তৃণমূল প্রার্থী অনিন্দ্য কিশোর। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরভোট। পুরসভার ভোটে কলকাতা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অনিন্দ্য রাউত।
প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই প্রচারে অনিন্দ্য রাউত। প্রচারের মাঝে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে সুযোগ পেলেই রাস্তার ধারের দোকানে দাঁড়িয়ে সকালের জলখাবারে পরোটা, ঘুগনি সহযোগে ডিমের ঝোল খান তিনি। এরপর দুপুরে তৃণমূল প্রার্থীর খাবার পাতে থাকে ভাত, মুগ ডাল, পালং শাক, উচ্ছে ভাজা, বেগুন ভাজা, ট্যাংরা মাছের ঝোল, রসগোল্লা। প্রচারের ফাঁকে নিজেকে সুস্থ রাখতে পুষ্টিকর খাবারকেই বেছেছেন তৃণমূল প্রার্থী।

২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার কুণালের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): লক্ষ্য পুরভোট, আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। হাতে আর বাকি একদম অল্প সময়। সপ্তাহের শুরুর দিনেই প্রচারে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অয়ন চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে নামলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ
শহর জুড়ে অনেক আগেই বেজে গিয়েছে পুরভোটের দামামা। পুর ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে তুঙ্গে প্রস্তুতি। আগামী ১৯ ডিসেম্বর পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। ভোটকে কেন্দ্র করে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। কলকাতা পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অয়ন চক্রবর্তী। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পায়ে হেঁটে চলে সেই প্রচার।
২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার কুণালের
কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): লক্ষ্য পুরভোট, আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। হাতে আর বাকি একদম অল্প সময়। সপ্তাহের শুরুর দিনেই প্রচারে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অয়ন চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে নামলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।
শহর জুড়ে অনেক আগেই বেজে গিয়েছে পুরভোটের দামামা
পুর ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে তুঙ্গে প্রস্তুতি। আগামী ১৯ ডিসেম্বর পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট।
ভোটকে কেন্দ্র করে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো।
কলকাতা পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অয়ন চক্রবর্তী। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পায়ে হেঁটে চলে সেই প্রচার।

উত্তর দিনাজপুরে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পেট্রোল পাম্পে ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের কিশনগঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পেট্রোল পাম্পে ছিনতাই।
রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে জেলার কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার রহমৎপাড়া এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোচাধামন থানার পুলিশ।
পাম্পের কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে কোচাধামন থানার ওসি সুমনকুমার সিং বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান।
যদিও ঘটনার পর দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আনোয়ার জাবেদ আনসারি জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

মহানগরীতে ৩ ডিগ্রি পারদ-পতন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা খুব শীঘ্রই

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অনেক প্রতীক্ষার পর অবশেষে পারদ-পতন শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তুরে হাওয়ার আগমণে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে বঙ্গভূমিতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই কমেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ, একধাক্কায় পারদ পতন হয়েছে ৩ ডিগ্রি। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। যা এ বছরে এখনও অবধি সব চেয়ে কম এবং রবিবারের তুলনায় প্রায় ৩ ডিগ্রি কম। সোমবার মরশুমের শীতলতম দিন উপভোগ করল কলকাতা।
কলকাতার তুলনায় ঠাণ্ডা একটু বেশি গ্রাম বাংলাতেই। সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। রোদের পাশাপাশি বইতে থাকে উত্তুরে হাওয়া। অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশ করছে রাজ্যে, তাই ফিরেছে শীত। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টায় রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। বাড়বে শীতের শিরশিরানি। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

করোনা-আক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট, স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রামাফোসা

জোহানেসবার্গ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেই এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসা। রবিবার তাঁর কোভিড-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তারপর থেকেই কেপ টাউনে স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট রামাফোসা। মৃদু উপসর্গ রয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের এখন চিকিৎসা চলছে।
প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'প্রাক্তন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এফডব্লিউ ডি ক্লার্কের সম্মানে কেপ টাউনে স্টেট মেমোরিয়াল সার্ভিস ছাড়ার পর থেকেই অসুস্থতা বোধ করছিলেন প্রেসিডেন্ট। পরে কোভিড-টেস্ট করা হয় সেই রিপোর্ট পজিটিভি এসেছে।' করোনা-আক্রান্ত রামাফোসা দেশবাসীকে টিকা নেওয়ার পাশাপাশি সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন-এর হদিশ মিলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও পর্যন্ত মাত্র ২৫ শতাংশ নাগরিকই কোভিডের সম্পূর্ণ টিকা নিয়েছেন। এখনও বহু মানুষের টিকা নেওয়া বাকি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসা করোনার টিকা নিয়েছেন আগেই, তাও তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এখন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন।

প্রয়াত উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন স্পিকার হরবংশ কাপুর, শোকের আবহ বিজেপি শিবিরে

দেহরাদূন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন উত্তরাখণ্ড বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা হরবংশ কাপুর। রবিবার রাতে দেহরাদূনে জীবনাবসান হয়েছে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী হরবিংশ কাপুরের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। উত্তরাখণ্ডের ৮-বারের বিধায়ক ছিলেন হরবংশ কাপুর। প্রবীণ বিজেপি নেতার প্রয়াণে শোকের আবহ বিজেপি শিবিরে। শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার সকালে হরবংশ কাপুরের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমবেদনা জানান ধামি।
লাগাতার ৮-বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বল্পভাষী হরবংশ কাপুর। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পথচলা শুরু। ১৯৮৫ সালে একবারই পরাজিত হয়েছিলেন তিনি, তারপর থেকে একবারও ভোটে হারেননি। উত্তরাখণ্ড বিধানসভার স্পিকার ছিলেন তিনি। হয়েছিলেন মন্ত্রীও। টানা ৮-বারের বিধায়ক হিসেবে রেকর্ড গড়েছিলেন হরবংশ কাপুর।

কলকাতায় গ্রেফতার বাংলাদেশি নাগরিক, আটক সন্দেহভাজন ১৭ জন

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতায় গ্রেফতার সন্দেহভাজন এক বাংলাদেশি নাগরিক! উত্তরপ্রদেশ পুলিশের জঙ্গি দমন শাখা (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা এটিএস) এবং কলকাতা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে রবিবার আনন্দপুরের গুলশন কলোনি এলাকা থেকে মাহফুজুর রহমান নামে বছর তিরিশের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। তার বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলায়। একই সঙ্গে আটক করা হয়েছে সন্দেহভাজন আরও ১৭ জনকে।
কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, কিছু দিন আগেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের জঙ্গি দমন শাখার তরফে মাহফুজুরের সম্পর্কে জানানো হয়। জানানো হয়, কলকাতায় লুকিয়ে রয়েছে সে। তার পরেই অভিযুক্তের মোবাইল টাওয়ারের অবস্থানের সূত্রে ধরে গুলশন কলোনিতে যৌথ অভিযান চালায় উত্তরপ্রদেশ এটিএস এবং কলকাতা পুলিশের একটি দল। অভিযানে মাহফুজুর ছাড়াও আরও ১৭ জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের থেকে মিলেছে একাধিক পাসপোর্ট, আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন নথিপত্র। সেগুলি আসল কি না, তা দেখছেন তদন্তকারীরা।

বাঁশদ্রোণীতে খুনের ঘটনায় ধৃত মহিলা-সহ দুই অভিযুক্ত, বাকিরা এখনও অধরা

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বাঁশদ্রোণীর সোনালি পার্কে মুকেশ সাউ নামে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় বিহার থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতের নাম রাজীব কুমার। রবিবার বিহারের বাঁকা থেকে অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছি, ধৃতের বাড়ি মুঙ্গেরে। এই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলাকেও। ধৃত মহিলার নাম ললিতা সাউ। সে সঞ্জয় কুমার সাউয়ের স্ত্রী। ধৃত রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে, ললিতা ও রাজীবের মধ্যে সম্পর্ক ছিল।
গত মঙ্গলবার সোনালি পার্ক এলাকায় মুকেশ সাউ নামে বছর তেতাল্লিশের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। বাড়ির সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল দেহটি। মুকেশ দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন।
মঙ্গলবার তাঁর দেহ প্রথম দেখতে পান ভাই সঞ্জয়।
তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। প্রথমে সন্দেহের তির ছিল ভাইয়ের দিকেই। তাকে আটক করে হয় জিজ্ঞাসাবাদও। পরে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে জট। উঠে আসে অন্য এক তথ্য। পুলিশ মনে করছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন হতে হয়েছে সোনালি পার্কের বাসিন্দা মুকেশ সাউকে।
সপ্তাহ পেরোনোর আগেই খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তকে।
রবিবার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, খুন করে বিহারে পালিয়ে গিয়েছিল রাজীব।
কিন্তু কেন খুন করেছিল সে? জেরায় তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, রাজীবের সঙ্গে মুকেশের ভাইয়ের স্ত্রীয়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল।
মুকেশ সে কথা জানতে পেরে গিয়েছিলেন।
তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ান তিনি। দু'জনের সম্পর্কে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান মুকেশ। তার থেকেই ক্ষোভ বাড়ে।
নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মুকেশকে খুনের পরিকল্পনা করে রাজীব।
তারপর ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে দেওয়া হয়।
সেই চাকু ধরিয়ে দেওয়া হয় মুকেশেরই হাতে।

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন বন্ধু, করোনা-আক্রান্ত রামাফোসার আরোগ্য কামনা মোদীর

নয়াদিল্লি ও জোহানেসবার্গ, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নিজের মনের কথা টুইটে ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, 'আমার বন্ধু সাইরিল রামাফোসার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসার কোভিড-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তারপর থেকেই কেপ টাউনে স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট রামাফোসা। মৃদু উপসর্গ রয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের এখন চিকিৎসা চলছে।
প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'প্রাক্তন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এফডব্লিউ ডি ক্লার্কের সম্মানে কেপ টাউনে স্টেট মেমোরিয়াল সার্ভিস ছাড়ার পর থেকেই অসুস্থতা বোধ করছিলেন প্রেসিডেন্ট। পরে কোভিড-টেস্ট করা হয় সেই রিপোর্ট পজিটিভি এসেছে।' করোনা-আক্রান্ত রামাফোসা দেশবাসীকে টিকা নেওয়ার পাশাপাশি সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসা ইতিমধ্যেই করোনার টিকা নিয়েছেন, তাও তিনি সংক্রমিত হয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট এখন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন।

ব্রিটেন ফেরত কলকাতার তরুণীর দেহে পাওয়া যায়নি করোনার ওমিক্রন স্ট্রেন, জানালো রাজ্য স্বাস্থ্য দফতব

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : কলকাতা তথা রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। ওমিক্রন থাবা বসায়নি ব্রিটেন ফেরত কোভিড পজিটিভ রোগীর দেহে। অর্থাৎ করোনাভাইরাসের এই নতুন স্ট্রেনের থাবা থেকে মুক্ত রইল তিলোত্তমা তথা রাজ্য। শুক্রবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন কলকাতার বাসিন্দা ১৮ বছরের এক তরুণী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁর আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয় এবং রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। তিনি করোনার কোন স্ট্রেনে আক্রান্ত, তা জানতে তড়িঘড়ি তাঁর লালারসের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়।
সোমবার হাতে আসে এই রিপোর্ট। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তরুণী ডেল্টা প্লাসে আক্রান্ত। এই খবরেই কার্যত স্বস্তি ফিরেছে। এদিকে তরুণীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তড়িঘড়ি তাঁকে আইসোলেট করা হয়। আপাতত তিনি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই তরুণীর শরীরে সেভাবে করোনার বিশেষ কোনও উপসর্গ নেই বলেই জানা গিয়েছে।
উল্লেখ্য, ওই তরুণী আলিপুরের বাসিন্দা।
ব্রিটেন থেকে দোহা হয়ে কলকাতায় ফিরেছেন ওই তরুণী।

কলকাতা হাইকোর্টে মঙ্গলবার পুরভোট মামলার রায়

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : সব জল্পনার অবসান। আগামীকাল মঙ্গলবার পুরভোট মামলার রায় দেবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব সোমবার জানান, রায়ের নির্দেশনা ইতিমধ্যে তৈরি। মঙ্গলবার তাঁর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করবে। গত শুক্রবারই বিজেপির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানি শেষ হয়। কিন্তু ওই দিন রায়দান স্থগিত রাখে ডিভিশন বেঞ্চ। রায়দানের জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নেওয়া হয়। মনে করা হয়েছিল, সোমবার হয়তো রায়দান হতে পারে। এদিন বিজেপির আইনজীবী হাইকোর্টে লিখিত বক্তব্যের প্রতিলিপি দিতে গেলে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, তার আর দরকার নেই। রায়ের নির্দেশনা তৈরি হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার রায় ঘোষণা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুরভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার পরেই সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি ছিল, রাজ্যের সমস্ত পুরসভার বকেয়া ভোট একসঙ্গে করতে হবে। কিন্তু, রাজ্য নির্বাচন কমিশন হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দেয়, তা সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার কথা বিশদ ভাবে তুলে ধরেন কমিশনের আইনজীবী। পরিসংখ্যান পেশ করে জানানো হয়, পর্যাপ্ত ইভিএম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে নেই। সে ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলে, কেন অন্য রাজ্য থেকে ইভিএম আনানোর চেষ্টা করা হল না? কমিশনের আইনজীবী জবাবে বলেন, 'রাজ্য নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, অন্য কোনও রাজ্য থেকে ইভিএম পাওয়া যায়নি। তাই কয়েক ধাপে পুরভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।' কলকাতা পুরভোট করানোর সিদ্ধান্তের বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সে ব্যাখ্যাও দিয়েছে। কমিশন জানায়, কলকাতায় ৯০ শতাংশ ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে, করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি তুলনায় কম। তাই কলকাতা থেকেই পুরভোট শুরু। বাকি পুরসভাগুলিতে ভোট আট ধাপে করা হবে।

বারাণসীর গঙ্গায় পুণ্যস্নান প্রধানমন্ত্রীর পুজো দিলেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিয়ে বারাণসী সফরের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু''দিনের সফরে সোমবার সকালেই বারাণসীতে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান কালভৈরব মন্দিরে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কালভৈরব মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আরতিও করেন মোদী।
বারাণসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকেই পর পর দু'বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন মোদী। কাশী বিশ্বনাথ করিডরের উদ্বোধনের জন্যই সোমবার বারাণসীতে আসা প্রধানমন্ত্রীর। তাঁকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস এদিন নজর কেড়েছে। রাস্তার ধারেই জড়ো হয়ে মোদীকে সোমবার অভিবাদন জানিয়েছেন বারাণসীর জনগণ। কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর গঙ্গাভ্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তার সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
গঙ্গাভ্রমণের পর বারাণসীর গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন মোদী। তার পর গঙ্গায় পুজো দেন। তার পরই তিনি যান কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। সেখানে ভগবান শিবের পুজো করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর উপস্থিতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন পুরোহিতরা। পুজোর সঙ্গে আরতিও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।
কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গাতীরে যাওয়ার পথ এবং সেখানে থাকা মন্দিরগুলি সংস্কার করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে কাশী বিশ্বনাথ করিডর।
সেই প্রকল্পের উদ্বোধন সোমবার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে আরতি দেখতেও প্রধানমন্ত্রী যাবেন। কাশী বিশ্বনাথ করিডর প্রকল্প নিয়ে স্বপ্নের কথা এর আগে একাধিকবার উঠে এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর কথায়। বারণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গার তীরে সহজে যাতে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে এই করিডর।

ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছেন মোদীজি : যোগী আদিত্যনাথ

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগী বলেছেন, "মোদীজি ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছেন। এই কাজ তারই অঙ্গ। কাশী বিশ্বনাথ ধাম হোক বা অযোধ্যার রামমন্দির সবেতেই তার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে।" যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, মহাত্মা গান্ধীর দুঃখ দূর করে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছেন মোদীজি। মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ যোগী সোমবার করিডর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে টেনে আনেন মহাত্মা গান্ধীকে। তিনি বলেছেন, "জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ১০০ বছর আগে যখন বারাণসীতে এসেছিলেন, তখন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। নোংরা, সংকীর্ণ রাস্তা দেখে দুঃখ পেয়েছিলেন গান্ধীজি। গান্ধীজির নামে বহু মানুষ ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু এই প্রথম গান্ধীজির স্বপ্ন পূরণ হল। মহাত্মার সেই দুঃখ দূর করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।" প্রসঙ্গত, সোমবার কাশী বিশ্বনাথ ধামের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা।

মমতার উপস্থিতিতেই তৃণমূলে যোগ দিলেন এনসিপি বিধায়ক আলেমাও চার্চিল

পানাজি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : তৃণমূলে যোগ দিলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি বিধায়ক আলেমাও চার্চিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তিনি দলে যোগ দেন। আগামী বছর গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ঘর গোছানো শুরু করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই গোয়ার আরও এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরো তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ। এ ছাড়া প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ ও কংগ্রেস নেত্রী নাসিফা আলিও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মমতার প্রথম গোয়া সফর চলাকালীন। এই পরিস্থিতি আলেমাও যোগ দেওয়ার ফলে তৃণমূল শিবিরের শক্তি বাড়বেএমনটাই মনে করেছ দল। কারণ, গোয়ার রাজনীতিতে চার্চিলের প্রভাব যথেষ্ট। সে প্রভাবও বিধানসভা ভোটে কাজে লাগবে বলে মনে করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।
এর আগেও আলেমাও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মুকুল রায়ে হাত ধরে। ২০১৪ সালে তৃণমূলে প্রার্থীও হয়েছিলে। সেবার তিনি হেরেছিলেন। এর পর তৃণমূল ছেড়ে তিনি যোগ দেন শরদ পওয়ারের এনসিপিতে।

গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনে স্মরণ মমতার

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ায় কর্মসূচি শুরু করার আগেই সেখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিক্করকে স্মরণ করলেন মমতা। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তিনদিনের সফরে এই দ্বীপ রাজ্যে গিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গোয়ায় সংগঠনের কাজ দেখতে গিয়েছেন মমতা। টুইটে মমতা লিখেছেন, 'গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পারিক্করকে তার জন্মদিনে স্মরণ করছি।'

শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখায় রেললাইনে ফাটল, বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল। সোমবার সকালে শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার বিদ্যাধরপুর স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ বিদ্যাধরপুর স্টেশনে ঢুকছিল আপ ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল। রেললাইনে ফাটল দেখে স্টেশনে ঢোকার মুখে তড়িঘড়ি ট্রেনটি থামান স্থানীয়রা। তারপর থেকে ওই লাইনে বন্ধ রাখা হয় ট্রেন চলাচল। মেরামতির কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর বেলা এগারোটার পর থেকে ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। রেল সূত্রের খবর, এদিন সকালে বিদ্যাধরপুর স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ বিদ্যাধরপুর স্টেশনে ঢুকছিল আপ ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল। স্থানীয় বাসিন্দারাই সেই ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন। জানানো হয়, রেললাইনে ফাটল রয়েছে। খবর পাওয়ার পর পৌঁছে যান রেলের পদস্থ কর্তারা। রেললাইন মেরামতের পর পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন। পাশাপাশি তাঁদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

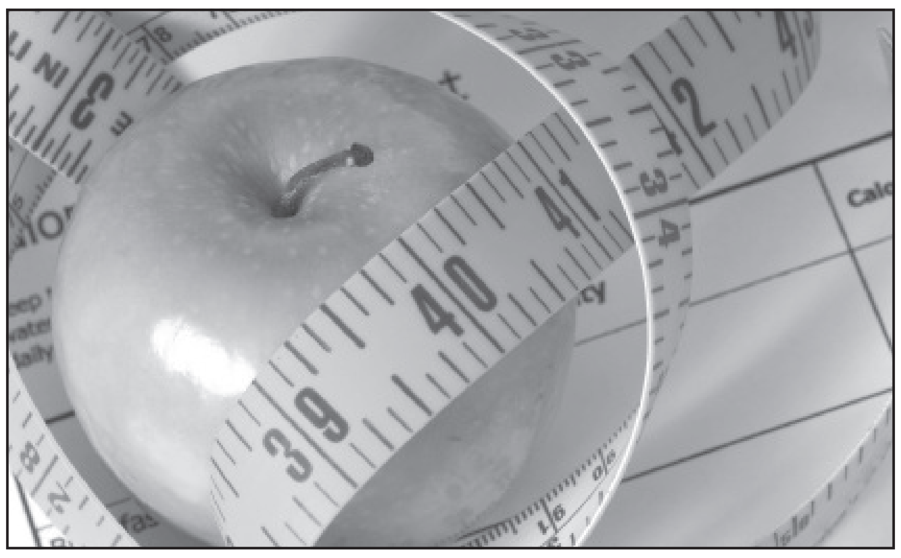

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আনোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্করি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্করি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে।

প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশর্ক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় বলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না পড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।ষ তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যঅদি। দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছএও নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস, হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজনক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটেটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

তামুলপুরের ভিন্ন প্রান্তে বুনো হাতির অবাধ বিচরণ, গজরাজের উপদ্রবে নাজেহাল নাগরিককুল

তামুলপুর (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাটের নুমলিগড়, হোজাই, নাগ্রিজুলি, ওদালগুড়ির পাশাপাশি রাজ্যের বাকসা জেলায়ও সমানে চলছে বুনো হাতির তাণ্ডব।

রাজ্যের অন্য প্রান্তের পাশাপাশি বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুর মহকুমার ভিন্ন প্রান্তে অবাধ বিচরণ করছে বুনো হাতির বিশাল দল। তাদের তাণ্ডবে বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে গৃহস্থ ও কৃষকদের উৎপাদিত মরশুমি ফসল।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বুনো হাতির হামলা থেকে প্রাণে বাঁচতে ইতিমধ্যে বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। হাতির পাল কৃষিজাত ফসল ইত্যাদি তছনছ করে দিচ্ছে। গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত তামুলপুরের বালাবাড়ি গ্রামে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি হাতির বিশাল এক দল তাণ্ডব চালিয়েছে। হাতির দলটি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, অশ্বিনী বিশ্বাস এবং রঞ্জিত বিশ্বাসের বাসগৃহ ভেঙে চুরামার করার পাশাপাশি তাদের ঘরে মজুত ধান-চাল খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে।

এছাড়া গ্রামের সুপারি গাছ, নারিকেল গাছ, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির খেত তছনছ করে বিস্তর ক্ষতি করেছে বুনো হাতির দলটি। প্রতিদিন বুনো হাতির আগাগোনা বন্ধ করতে গ্রামের মানুষ বন দফতরের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

পুরভোটের প্রচারে অনেক এগিয়ে বামেদের মিথ ভেঙে দেওয়া সেই বাপ্পাদিত্য

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): যাদবপুরের ১০১ নম্বর ওয়ার্ড স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সিপিএমের দখলে ছিল। ২০১৫ সালে প্রথমবার এই আসনটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে। প্রথমবার দলের টিকিট পেয়েই কাউন্সিলর নির্বাচিত হন বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত।

বাঘাযতীনের অজন্তা পার্ক, ফুলবাগান, গ্রিন পার্ক, রবীন্দ্র পল্লী, রায়পুর, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কুসুমকানন, বীরনগর এবং সংলগ্ন এলাকা নিয়ে কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর বরোর অধীন এই ১০১ নম্বর ওয়ার্ড। ২০১১-র জনগণনায় লোকসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ২০৮। ২০০৫ ও '১০-এ জিতেছিল সিপিএম, তার পর জিতেছে তৃণমূল। এবার তফশিলী জাতি সংরক্ষিত এই ওয়ার্ডে বাম প্রার্থী সিপিএম-এর অতনু চ্যাটার্জী, বিজেপি-র সোমনাথ দাস।

অল্পবয়সি বাপ্পাদিত্য মূলত ক্লাব সংগঠন সমাজসেবামূলক কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। বামেদের মিথ ভেঙে দেওয়া সেই বাপ্পাদিত্যকে এবারও কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী করেছে দল। পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে গত ৫-৬ বছরে ওয়ার্ডের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছেন তিনি। রাস্তাঘাট, জল, আলো থেকে শুরু করে পার্ক কিংবা সৌন্দর্যায়ন, সবেতেই এলাকাবাসীর কাছে লেটার মার্কস পেয়েছেন বাপ্পাদিত্য। শুধু তাই নয়, বামপন্থীদেরও একটা বড় অংশ সমর্থন করছেন তৃণমূল প্রার্থীকে। আমফান ঘূর্ণিঝড় হোক কিংবা মহামারী করোনা, হাত বাড়ালেই এলাকাবাসীরা বন্ধু হিসেবে বাপ্পাদিত্যকেই কাছে পেয়েছেন। ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে টিকাকরণ থেকে শুরু করে মানুষের চিকিৎসা কিংবা সৎকারে দিনরাত এক করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাপ্পাদিত্য। রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলো পৌঁছে নিয়েছেন মানুষের ঘরে ঘরে। দায়িত্ব পাওয়ার পর অবিরাম উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে বাম জমানায় পিছিয়ে পড়া ১০১ নম্বর ওয়ার্ডকে মডেল হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি।

তবে বাপ্পাদিত্য মনে করেন, উন্নয়নের কোনও সীমা হয় না। তাই মানুষের আশীর্বাদে ফের নির্বাচিত হলে এই ওয়ার্ডকে উন্নতির এভারেস্টে পৌঁছে দেবেন তিনি।

নগাঁওয়ের জুরিয়ায় বুনো হাতির হামলায় হত ব্যক্তি

নগাঁও (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত জুরিয়ায় বুনো হাতির হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে জনৈক সিরাজুল ইসলাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি ননি চা বাগানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সংলগ্ন লাওখোয়া অভয়ারণ্য থেকে খাদ্যের সন্ধানে অন্যদিনের মতো গতকাল রবিবার রাতেও জনবসতি এলাকা জুরিয়ার দগাঁওয়ে বুনো হাতির এক বিশাল দল পড়েছিল। গোটা রাত হাতির দলটি দগাঁও গ্রামে বিচরণ করে উপদ্রব করছিল। গ্রামের অন্য মানুষের সঙ্গে সিরাজুল ইসলামও হাতি তাড়াতে তার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। এক সময় দল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি সিরাজুলকে তেড়ে আসে। হাতিটি তাকে শূড় দিয়ে তুলে আছড়ে মেরে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলেছে।

আজ সকালে পুলিশকে ঘটনার খবর দেন গ্রামের মানুষ। পুলিশ বন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে হাতির পদপিষ্ট হয়ে নিহত সিরাজুল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ে ভুগননী ফুকননী সিভিল হাসাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, হাতির দলটি এখনও জুরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে বিচরণ করছে।

পরকীয়ার জের, দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে পালিয়েছেন তিন সন্তানের মা

ধিং (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরকীয়া প্রেমের কবলে পড়ে নিজের সন্তানদেরও ত্যাগ করতে পিছ-পা হচ্ছেন না রাজ্যের একাংশ। এমন এক পরকীয়া প্রেমের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নগাঁও জেলার ধিঙে। জানা গেছে, ধিঙের ২ নম্বর গায়ন গ্রামে তিন সন্তানের জননী পালিয়েছেন আরেক বিবাহিত দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে। খবরে প্রকাশ, তিন সন্তানের ওই মায়ের বিয়ে হয়েছিল রঙিয়ার জনৈক যুবকের সঙ্গে। স্বামীর ঘরে অবস্থানকালে সামান্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন গৃহবধূটি। শারীরিক অসুস্থ, তাই দিন-কয়েক আগে নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙের ২ নম্বর গায়ন গ্রামের বাসিন্দা তাঁর মাসি তাঁকে চিকাৎসা করাবেন বলে নিয়ে এসেছিলেন।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব | TRLM

ত্রিপুরা সরকার
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি - "স্বনির্ভর ক্যাম্প"

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সহজে ঋণ অনুমোদন করণের জন্য প্রতিমাসের তৃতীয় শনিবার গ্রাম স্তরে 'স্বনির্ভর ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্যাম্পগুলোতে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) ঋণ, স্ব-সহায়ক দল সমূহের ঋণ, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY), প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা(PMSBY), প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (PMFBY) ইত্যাদির ওপর সচেতনতা এবং উপযুক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর এবং বিমা করা হবে। তাছাড়াও স্বাস্থ্য শিবির, পশু টিকাকরণ, দিন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল বিকাশ যোজনার (DDUGKY) অধীনে প্রশিক্ষণার্থীর চয়ন, দোকানের লাইসেন্স প্রদান এবং বিমাকরণ করা হবে। এই কর্মসূচির চতুর্থ পর্বে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১১(এগার) ঘটিকা থেকে বিকাল ৪(চার) ঘটিকা পর্যন্ত নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে স্বনির্ভর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিশেষ স্বনির্ভর ক্যাম্প-এ অংশ গ্রহণ করে এর সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

GP-wise Swanirbhar Tripura Credit Camp to be organised by Bank Branches on 18th December 2021

Sl. No.	Bank Name	Name of Branch	District	Gram Panchayat
1	Punjab National Bank	SDM-Chakmaghat	Khowai	Laxmipur
2	Punjab National Bank	Teliamura	Khowai	Vivekannandanagar
3	Punjab National Bank	Maharanipur	Khowai	Champlai
4	Punjab National Bank	Khowai	Khowai	Pachim Sonatala
5	Punjab National Bank	Bachelbari	Khowai	East Bachibari
6	Punjab National Bank	Halhali	Dhalai	Halhali
7	Punjab National Bank	Kamalpur	Dhalai	Harerkhala
8	Punjab National Bank	Chawmanu	Dhalai	Makarcherra
9	Punjab National Bank	Manu	Dhalai	Jamircherra
10	Punjab National Bank	Ambassa	Dhalai	Balaram
11	Punjab National Bank	Machli	Dhalai	Machli
12	Punjab National Bank	Chailengta	Dhalai	Gainama
13	Punjab National Bank	Shikaribari	Dhalai	Kathalbari
14	Punjab National Bank	Salgarah	Gomati	Salgarah
15	Punjab National Bank	Udaipur	Gomati	Phulkumari
16	Punjab National Bank	Siddinagar	South Tripura	Uttar Srirampur
17	Punjab National Bank	Baikhora	South Tripura	Charakbai
18	Punjab National Bank	Barpathari	South Tripura	Laxmipur
19	Punjab National Bank	Mohanpur	West Tripura	Harinakhola
20	Punjab National Bank	Jirania	West Tripura	Harijoy Chowdhuri Para
21	Punjab National Bank	Ranirbazar	West Tripura	Meghlipara
22	Punjab National Bank	Mandwi	West Tripura	Thaiplokphang
23	Punjab National Bank	Khumulwng	West Tripura	Belbari
24	Punjab National Bank	Anandanagar	West Tripura	Dukli
25	Punjab National Bank	Ushamarket	West Tripura	Lankamura
26	Punjab National Bank	Bishalgarh	Sepahijala	Routhkhala
27	Punjab National Bank	Jumerdhepa	Sepahijala	Bagabasa
28	Punjab National Bank	Melagarh	Sepahijala	Urmai
29	Punjab National Bank	Sonamura	Sepahijala	Durlabnarayan
30	Punjab National Bank	Machmarra	Unakoti	Sonaimuri
31	Punjab National Bank	Kanchanpur	North Tripura	Shibnagar
32	State Bank of India	Khayerpur	West	Khayerpur
33	State Bank of India	Churaibari	North Tripura	Churaibari
34	State Bank of India	Kailashahar	Unakoti	Ichabpur
35	State Bank of India	SBI-Dukli	West	Madhiban
36	State Bank of India	Garjee	Gomati	Phulkumari
37	State Bank of India	SBI-Amarpur	Gomati	Birganj
38	State Bank of India	SBI-Manughat	Dhalai	Mainanga
39	State Bank of India	SBI-Matinagar	Sepahijala	Motinagar
40	State Bank of India	SBI-Melagarh	Sepahijala	Bijoynagar
41	State Bank of India	SBI-Hrishyamukh	South Tripura	Matai
42	Tripura State-Co-Operative Bank	Baikhora	South	Kalshi VC
43	Tripura State-Co-Operative Bank	Jampuijala	Sepahijala	Kalibari ADC Village
44	Tripura State-Co-Operative Bank	Machmara	Unakoti	Machmara VC
45	Tripura State-Co-Operative Bank	Kanchanpur	North	Salkaham VC
46	Tripura State-Co-Operative Bank	Mirza	Gomati	MirzaGP
47	Tripura State-Co-Operative Bank	MB Tilla	West	Belabar GP
48	Tripura State-Co-Operative Bank	Padmabil	Khowai	Laxmipur
49	Tripura State-Co-Operative Bank	Jawaharnagar	Dhalai	Vivekannandanagar
50	UCO Bank	Mohanpur	West Tripura	Uttar Padmabil
51	UCO Bank	Kalyanpur	Khowai	Shikaribari VC
52	UCO Bank	Baganbazar	Khowai	East Bachibari
53	UCO Bank	Gandacherra	Dhalai	Taranagar
54	UCO Bank	Khowai	Khowai	Purba Kalyanpur
55	UCO Bank	Kamalpur	Dhalai	Joynagar
56	UCO Bank	Kailashahar	Unakoti	Gandacherra BC
57	UCO Bank	Belonia	South Tripura	Singhicherra
58	UCO Bank	Bishalgarh	Sepahijala	Kamalpur
59	UCO Bank	Bishramganj	Sepahijala	Irani
60	Tripura Gramin Bank	Gandacherra	Dhalai	West kalabaria
61	Tripura Gramin Bank	Gandacherra	Dhalai	PurbaLaxmi Bill
62	Tripura Gramin Bank	Manu	Dhalai	Charilam
	Tripura Gramin Bank	Kachucherra	Dhalai	Sharma GP
63	Tripura Gramin Bank	Jaharnagar	Dhalai	Radharambari GP
64	Tripura Gramin Bank	Silacharri	Gomati	Manu GP
65	Tripura Gramin Bank	Chellagang	Gomati	South Kachucherra GP
66	Tripura Gramin Bank	Killa	Gomati	Kathalbari GP
67	Tripura Gramin Bank	Ampinagar	Gomati	Shilachari GP
68	Tripura Gramin Bank	Taidu	Gomati	Chellagang GP
69	Tripura Gramin Bank	Kalyanpur	Khowai	Joying Bari GP
70	Tripura Gramin Bank	Champahour	Khowai	Ampinagar GP
71	Tripura Gramin Bank	South Pulinpur	Khowai	Taidu GP
72	Tripura Gramin Bank	Mungiakami	Khowai	Kalyanpur GP
73	Tripura Gramin Bank	Damcherra	North Tripura	Uttar Pulinpur ADC Villagea
74	Tripura Gramin Bank	Churaibari	North Tripura	Haludia GP
75	Tripura Gramin Bank	Khedacherra	North Tripura	West Dhamcherra GP
76	Tripura Gramin Bank	Hmunpul	North Tripura	Churaibari GP
77	Tripura Gramin Bank	Dasada	North Tripura	Manacherra GP
78	Tripura Gramin Bank	Khathalia	Sepahijala	Kalgang GP
79	Tripura Gramin Bank	Danour	Sepahijala	Gachirampara GP
80	Tripura Gramin Bank	Durganagar	Sepahijala	Uttar Maheshpur
81	Tripura Gramin Bank	Boxanagar	Sepahijala	Dhanpur GP
82	Tripura Gramin Bank	Srinagar	South	KK Nagar GP
83	Tripura Gramin Bank	Manughat	South	Boxanagar GP
84	Tripura Gramin Bank	Rajnagar	South	Krishnanagar GP
85	Tripura Gramin Bank	Poangbari	South	Rajnagar GP
86	Tripura Gramin Bank	Dalugaon	Unakoti	West Takka GP
87	Tripura Gramin Bank	Betcherra	Unakoti	BirchandanagarGP
88	Tripura Gramin Bank	Machmarra	Unakoti	Betcherra GP
89	Tripura Gramin Bank	Panchabati	West Tripura	Machmara GP
90	Tripura Gramin Bank	Belbari	West Tripura	Inshanpur GP
91	Tripura Gramin Bank	Lembucherra	West Tripura	East Belbari GP
92	Tripura Gramin Bank	Kalacherra	West Tripura	Lembucherra GP
93	Tripura Gramin Bank	Kalacherra	West Tripura	Mantola GP

ICA-D-1434/2021-22 বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস এবং ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ এ যোগাযোগ করুন

শিক্ষা অধিকর্তার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন চাকরীচ্যুত ১০,৩২৩'র জেএমসির প্রতিনিধিরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে তথ্যকেন্দ্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানা যাবে সেখান থেকেই

কলকাতা,১৩ ডিসেম্বর (হি. স.): বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে তথ্যকেন্দ্র তৈরি করল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। মায়ের বাড়ি সংলগ্ন উদ্বোধন কার্যালয়ে তৈরি এই হেল্প ডেস্কের নাম রাখা হয়েছে তথ্যসেবা কেন্দ্র। রবিবার, আরতি ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দ। মায়ের বাড়িতে কবে কী অনুষ্ঠান রয়েছে তার পাশাপাশি যাবতীয় বিষয়ে জানা যাবে সেখান থেকেই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ জানালেন, এই প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি। এই তথ্যকেন্দ্রে করোনাকালে মায়ের বাড়ি খোলা ও বন্ধের সময় সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য পাওয়া যাবে। উদ্বোধন পত্রিকা, প্রকাশনা, স্বনির্ভর কেন্দ্র এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জানা যাবে। বাড়িতে বসে তথ্যসেবায় যোগযোগের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। নম্বরটি হল ৯৮৫১ ৪৭২ ৪৭২। সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা ৩০ থেকে বিকেল ৫টা ৩০ পর্যন্ত ও শনিবার এই পরিষেবা চালু থাকবে দুপুর ১টা ৩০ পর্যন্ত। মায়ের বাড়ির সেক্রেটারি স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ জানালেন, ' কোন মহারাজ কখন আসবেন, তাঁর সঙ্গে কখন দেখা করা যেতে পারে, সবকিছুরই উত্তর মিলবে এই তথ্যসেবা কেন্দ্রে' আগামী দিনে অনলাইনেও এই পরিষেবা চালুর ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে।

বরপেটায় এক রাতে ১০ ঘরে চোরের সাফাই অভিযান

বরপেটা, (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটায় এক রাতে ১০ জন গৃহস্থের ঘরে সাফাই অভিযান চালিয়েছে চোর। ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বরপেটা জেলার আলোপতি থানার অন্তর্গত মাজরচর গ্রামে। এ ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে গ্রামে। ভুক্তভোগীদের কাছে জানা গেছে, চোরেরা ওই দশটি দরিদ্র পরিবারের কারোর ঘরের দরজা, কারোর ঘরের কাঁচা দেওয়াল (বাঁশের বেড়া) ভেঙে ভিতরে ঢুকে সাফাই করে দিয়েছে। সব গৃহস্থের ঘর থেকে অর্জিত নগদ টাকা, সোনা ও রুপার অলঙ্কার সহ জীবিকা ও জমি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। তাঁরা জানান, গতকাল রাতে আলোপতি মাজরচর বাজারে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন গ্রামের প্রায় সব পুরুষ মহিলা। ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে চোরের দল এ ধরনের সাফাই অভিযান চালিয়েছে। সমগ্র ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আলোপতি থানা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গৃহস্থরা।

কাশী বিশ্বনাথ করিডরের নির্মাণ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন, ফুল দিয়ে অভিবাদন প্রধানমন্ত্রীর

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): তাঁদের জন্যই প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সোমবার কাশী বিশ্বনাথ করিডরের প্রথম পর্যায় উদ্বোধন করার প্রাক্কালে করিডরের নির্মাণ কর্মীদের ফুল দিয়ে অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর করিডর উদ্বোধনের পর নির্মাণ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেন প্রধানমন্ত্রী। সকলের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

এদিন কাশী বিশ্বনাথ করিডর উদ্বোধনের পর বক্তৃতায় সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'করোনাকালেও তাঁরা নিজেদের কাজ থামতে দেননি। সকলেই অভিনন্দনের পাত্র।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'নতুন ভারত নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত এবং সামর্থের উপর আস্থাও রয়েছে...নতুন ভারতে "বিরাসত" এবং "বিকাশ" রয়েছে।' মধ্যাহ্নভোজের পর কাশী বিশ্বনাথ করিডর ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্ত কিছু নিজের চোখে চাক্ষুস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ললিতা ঘাট থেকে রবিদাস ঘাট পর্যন্ত বিশেষ বোটে সফর করেন প্রধানমন্ত্রী।

ই-রেজিস্ট্রেশন আবশ্যিক গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ই-রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না প্রশাসন। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। গঙ্গাসাগর মেলা ডট ইন-এ ক্লিক করে ই-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যাঁরা পারবেন না, তাঁদের জন্য অফলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাও থাকছে। রেলস্টেশন, বাসস্টপ, ফেরিঘাট এবং বিমানবন্দরে কিয়স্ক তৈরি করা হবে। সেখানেও রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশনের সময় নাম, মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল আইডি, আধার কার্ড অথবা ভোটার কার্ড কিংবা পাসপোর্ট পরিচয় পত্র হিসেবে দিতে হবে। মেলার প্রত্যেক যাত্রী সম্পর্কে সরকারের কাছে যাতে সঠিক তথ্য থাকে, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ই-রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে কিউআর কোড লাগানো রিস্টব্যান্ড দেওয়া হবে প্রত্যেক দর্শনার্থীকে। এর ফলে কেউ হারিয়ে গেলে সহজেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত, গঙ্গাসাগর মেলায় অনেক সময়ই বয়স্ক মহিলা বা পুরুষ দর্শনার্থীরা হারিয়ে যান। তাঁদের ক্ষেত্রে ভীষণই উপকারী হবে এই রিস্টব্যান্ড। এছাড়া এবার গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে একটি মোবাইল অ্যাপও তৈরি করছে রাজ্য। অ্যাপটির নাম "গঙ্গাসাগর মেলা ২০২২"। এই অ্যাপ দর্শনার্থীদের গাইড হিসেবে পথনির্দেশিকা দেবে। কখন কোথা থেকে গাড়ি পাওয়া যাবে, লঞ্চ পাওয়া যাবে, জোয়ার-ভাটার সময় কখন, যাবতীয় তথ্য এই অ্যাপের মাধ্যমেই পেয়ে যাবেন দর্শনার্থীরা। এমনকি এই অ্যাপের মাধ্যমে এবার গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ধর্মীয় পর্যটন হিসেবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। অনলাইনেও পুজো দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

করোনায় আক্রান্ত করিনা কাপুর, অমৃতা অরোরার শরীরেও কোভিড সংক্রমণ

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান। কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন করিনার প্রিয় বান্ধবী ও অভিনেত্রী অমৃতা অরোরাও। উভয়ের বিরুদ্ধে করোনা-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠেছে। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম (বিএমসি) জানিয়েছে, অভিনেত্রী করিনা কাপুর ও অমৃতা অরোরা দু"জনেই কোভিড নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন এবং বেশ কয়েকটি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। দুই অভিনেত্রীর সান্নিধ্যে আসা সকলকে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে বিএমসি। সোমবার করিনা কাপুর ও তাঁর অত্যন্ত কাছের বান্ধবী অমৃতা অরোরার করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। খুব সম্প্রতি মুম্বইতে অনিল কাপুরের মেয়ে রিয়া কাপুর তাঁদের বাড়িতে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন, সেই পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন প্রিয় দুই বান্ধবী। এরপর সোমবার জানা যায়, করিনা ও তাঁর বান্ধবী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন।

প্রবল ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে ভূস্বর্গ, দ্রাস কাঁপছে মাইনাস ১৬.২ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল শৈত্যপ্রবাহ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে কাশ্মীর ও লাদাখ। লাদাখের লেহ-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গিয়ে পৌঁছেছে মাইনাস ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কার্গিলে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে মাইনাস ৬.০ ডিগ্রিতে। আর পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম এলাকা দ্রাসে তাপমাত্রা ছুঁয়েছে মাইনাস ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিগত বেশ কয়েক দিন ধরে যে শৈত্যপ্রবাহ চলছে ভূস্বর্গে, আপাতত এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার রাতে শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে পৌঁছে যায় মাইনাস ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

মমতার গোয়া সফরকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার দু'দিনের সফরে গোয়াতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই সফরকে সোমবার কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

ভোটে জিতে সে রাজ্যে ক্ষমতায় এলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মত 'গৃহলক্ষ্মী কার্ড' চালু করবে তৃণমূল।

যে কার্ডে প্রতি পরিবারের প্রবীণ মহিলারা মাসে ৫,০০০ টাকা করে পাবেন। তৃণমূলের এই প্রতিশ্রুতিকেই কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। প্রতিদিনের মত সোমবারও নিউটাউনের ইকো পার্কে প্রাতর্ভমণে যান তিনি। সেখানেই বিজেপি সাংসদ বলেন, "গোয়ায় দলই তৈরি হয়নি। উনি লোভ দেখাচ্ছেন। বাংলার মানুষকে তো ভিখারি করে ছেড়েছেন।"

প্রসঙ্গত, তিনি ত্রিপুরার উদাহরণ তুলে এনে বলেন, "ত্রিপুরা নিয়ে তো এত লাফালেন। সেখানে কী হয়েছে, মানুষ দেখেছেন। গোয়াতে এমনই কিছু হবে।"

সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান নাগাল্যান্ডে এআর-এর গুলিতে নিহতদের পরিবার, দাবি ন্যায়

কোহিমা (অসম), ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করেছেন নাগাল্যান্ডে আসাম রাইফেলস (এআর)-এর গুলিতে নিহতদের পরিবারবর্গ। ক্ষতিপূরণের বদলে তাঁরা ন্যায় বিচার দাবি করেছেন।

গত ৫ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের মন জেলার ওটিং গ্রামের ১৩ জন বাসিন্দা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। নিহতদের পরিবারবর্গকে সরকারি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। কিন্তু ওটিং গ্রামের ১৩ জনকে গুলি করে হত্যার সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তকর্মীদের বিচারের আওতায় না আনা পর্যন্ত কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করাছেন নিহতদের পরিবারবর্গ।

এক বিবৃতি জারি করে ওটিং গ্রাম পরিষদ বলেছে, ৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহতদের যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজে স্থানীয়রা ব্যস্ত ছিলেন, তখন রাজ্যের গৃহমন্ত্রী পি পাইওয়াং কন্যাক এবং মন-এর জেলাশাসক ১৮.৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা এই অর্থ-সাহায্যকে মন্ত্রীর কাছ থেকে 'টোকেন অব লাভ অ্যান্ড গিফট' (ভালোবাসা এবং উপহারস্বরূপ) বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানা যায়, এই অর্থ নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এককালীন অনুদানের কিস্তি ছিল, বলা হয়েছে বিবৃতিতে। ওটিং গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান লংওয়াং কন্যাক, আং ("কিং") তাহওয়াং, ডেপুটি আং চিংওয়াং ও মঙ্গনেই এবং ন্যানেইয়ের গাঁওবুড়া (গ্রামপ্রধান) স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ২১ নম্বর প্যারা কমান্ডো অপরাধীদের সিভিল কোডের সামনে বিচারের মুখোমুখি না করা এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফসপা) বাতিল করা না হবে, ততদিন ওটিং ভিলেজ কাউন্সিল এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলি সরকারি অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করবে না।

কৃষক ও কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন দাবীতে বাঙালী কর্ষক সমাজের ধরণা আগরতলায়। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

তৃনমূলে যোগ দিলেন ২৭ পরিবারের ৯৩ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। সোমবার আগরতলায় পুর নিগম এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় ধলাই জেলা থেকে ২৭ পরিবারের ৯৩ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা আরো বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আগরতলা শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কর্মীসভা সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার আগরতলায় আগরতলা পৌর নিগম এলাকার কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সংসদ সুস্মিতা দেব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কর্মী সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আগামী কুড়ি ডিসেম্বর রাজ্যের প্রতিটি অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করবে। ৫ জানুয়ারি রাজভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এবছর রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হবে। এ উপলক্ষে রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার বলেন, কর্মীসভায় ধলাই জেলার সামু ব্লগ এলাকা থেকে ২৭ পরিবারের ৯৩ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। আগরতলায় আয়োজিত কর্মীসভায় আমবাসা পুর পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র নির্বাচিত সদস্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিবিএসই-র প্রশ্নপত্র থেকে বাদ গেল 'নারীবিদ্বেষী' অংশ, বিতর্কিত প্রশ্নে ফুল মার্কস পড়ুয়াদের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির টার্ম ১-এর পরীক্ষার ইংরেজি পেপার নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। অভিযোগ, একটি প্রশ্নের লিঙ্গ বৈষম্যতা ও পুরুষতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছে বোর্ড। এর পরেই শুরু হয় বিতর্ক। দশম শ্রেণির ইংরেজি প্রশ্নপত্রের একটি অংশকে 'নারীবিদ্বেষী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সোমবার সংসদে হইচই করেন। পরে লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করে কংগ্রেস, ডিএমকে, এনসিপি ও আইইউএমএল। চাপের মুখে এদিনই সরকার ঘোষণা করল, প্রশ্নপত্র থেকে বিতর্কিত প্রশ্নটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই প্রশ্নের জন্য ফুল মার্কস পাবে।

ইংরেজি প্রশ্নপত্রে বোধ পরীক্ষণের জন্য যে লেখাটি দেওয়া হয়েছিল, তার একটি অংশে আছে, 'স্ত্রীদের ক্ষমতায়ন হলে সন্তানদের ওপরে বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়।' এছাড়া ছিল, "স্ত্রী যদি স্বামীর কথা শুনে চলেন, তবেই ছোটরা বড়দের মান্য করতে শেখে।" আরও কয়েকটি লাইনে বলা হয়েছিল, "নারীদের ক্ষমতায়ন হলে সন্তানের বাবা-মায়ের মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পরিণামে শিশুরা বাবা-মাকে অমান্য করতে শেখে।" "পুরুষদের উঁচু স্থান না দিলে স্ত্রী এবং মায়েরাও বঞ্চিত হন। কারণ তখন পরিবারে শৃঙ্খলা থাকে না।" সিবিএসই বিবৃতি দিয়ে বলেছে, কোনও নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে বোধ পরীক্ষণে ওই লেখাটি দেওয়া হয়নি। এদিন সকালে বিরোধীরা বলেন, বোধ পরীক্ষণে যে লেখাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা 'নারীবিদ্বেষী ও আপত্তিকর'।

লোকসভায় বিষয়টি প্রথমে তোলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তিনি দাবি করেন, ওই প্রশ্নপত্রের জন্য মোদী সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী টুইট করে বলেন, তরুণদের নৈতিকতা ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে আরএসএস-বিজেপি।

উত্তর বজেন্দ্রনগর এডিসি ভিলেজে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। উদয়পুর কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত উত্তর বজেন্দ্র নগর এডিসি ভিলেজে আজ এক স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের উদ্যোক্তা টি টি জি ডি, গোমতী জেলা কমিটি। উদয়পুরের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে শিবিরে চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। এই স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা শিবিরকে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা শিবির সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার জয়শংকর মজুমদার। উদয়পুর মহকুমা কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত এই উপজাতি অধ্যুষিত এডিসি ভিলেজে আজ মোট ১৫৫ জন রোগী স্বাস্থ্যপরিসেবার সুযোগ দেওয়া হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার জয়শংকর মজুমদার বলেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ওই এলাকায় মোট পাঁচজন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। এই রোগীদের জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।এই স্বাস্থ্য শিবিরের মোট ২৫ জন শিশুকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে যে সকল ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ডক্টর পরম কর, ডক্টর স্বপন চাকমা, ডক্টর অনিরুদ্ধ রায় প্রমুখ।

উদয়পুর মহকুমা প্রত্যন্ত এলাকায় এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হওয়ায় এলাকার মানুষ যারপরনাই খুশি। জনগনের তরফ থেকে আগামী দিনেও এই ধরনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার আবেদন করেন।

দিল্লির বাতাস এখনও দূষিত৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শিরশিরানি ঠাণ্ডা রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের এখনও বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। গত কয়েকদিনের মতো সোমবারও দূষিত ছিল দিল্লির বাতাস। একইসঙ্গে ঠাণ্ডাও জাঁকিয়ে পড়েছে রাজধানীতে। সোমবার সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। এদিন ভোরের দিকে ধোঁয়াশা থাকলেও, বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায় দিল্লির আকাশ। রোদ ঝলমলে আকাশে শীতের শিরশিরানি বেশ ভালোই মালুম হয়েছে। তবে, চিন্তার বিষয় হল, দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না রাজধানী। সকাল দশটা নাগাদ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১৩, যা খুবই খারাপ।

রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের অন্যত্রও ঠান্ডার দাপট শুরু হয়েছে। প্রবল শীতে রাজস্থানের অনেক জায়গায় জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। বহু জায়গায় সকালবেলা কুয়াশার কারণে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আমজনতাকে। ঠান্ডা এবং কুয়াশায় দৈনন্দিন কাজকর্মও শুরু হচ্ছে অনেক দেরিতে। কাশ্মীরে শীতের অবস্থার তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও বহু জায়গায় তাপমাত্রা থাকছে শূন্য ডিগ্রির নীচে।

রিপোর্ট

● প্রথম পাতার পর

চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারী সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় করোনার টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একাধিকবার ত্রিপুরা সরকার বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে টিকাকরণ সম্পন্ন করেছে। সেই সুবাদে ত্রিপুরার নাগরিকদের বিরাট অংশের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। টিকাকরণে জেলাভিত্তিক হিসেবে দেখা গেছে, ধলাই জেলায় ৪,৭৩,৯৯৪টি ডোজ, গোমতি জেলায় ৬,৬৭,৩৬৬টি ডোজ, খোয়াই জেলায় ৩,৫৬,৯২৪টি ডোজ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫, ২৭,৩৮৮টি ডোজ, সিপাহীজলা জেলায় ৬,০৯,৫০২টি ডোজ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৫,৬৮, ৬৩৯টি ডোজ, ঊনকোটি জেলায় ৩,১০,০৩৪টি ডোজ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সবচেয়ে বেশি ১২, ২৬,২০০টি ডোজ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রবিবার একদিনে ৭৪৮ জনকে টিকাকরণ হয়েছে। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই ত্রিপুরা করোনার টিকাকরণে ১০০ শতাংশের মাইল ফলকে পৌছে যাবে।

রুলস

● প্রথম পাতার পর

মথার তরফে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতে ধরণা আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। টানা দুইদিন শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এই ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। তিপ্রা মথা চেয়ারম্যান তথা এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা আওয়াজ তুলেছিল গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের। প্রসঙ্গত, এককথায় পৃথক রাজ্যের দাবীতে রাজ্যের একের পর এক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। ইতিপূর্বে আইপিএফটি পৃথক রাজ্যের দাবীতে উপজাতি অংশের জনগণের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করেছে। দলটি যদিও বিজেপির সাথে জোট করে রাজ্যে সরকারের অংশীদার হয়েছে। অন্যদিকে তিপ্রা মথাও একই পথে হাটছে। তিপ্রা মথা উপজাতিদের জন্য মায়া কান্না করে গত এডিসি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাহাড় দখল করে নেয়।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বাইকের। তৎক্ষণাৎ ঘাতক বাসটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: সুস্মিতা দাস তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ সহ প্রচুর টিএসআর জওয়ান। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যও। তিনি পুলিশকে সঠিক তদন্ত করে ঘাতক গাড়িটিকে জালে তুলার জন্য পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।বিশালগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘাতক বাসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

বায়ু দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে: গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে বায়ু দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে বলে সোমবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন। এদিন এক বিবৃতি জারি করে বলেছে, গত এক সপ্তাহে বাতাসের মান উন্নত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বায়ু দূষণ কিছুটা বাড়তে পারে। তবে ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাতাসের মান উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাই আরও বলেন, বায়ু দূষণ কমাতে অনেক প্রচার চালানো হচ্ছে। এসব প্রচারের প্রভাবও দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আগামী দিনে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি খোলার কথা ভাবা হবে। তিনি বলেন, দিল্লিতে ট্রাক প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। নির্মাণ কাজ এখনও সীমিত আছে, তবে আগামীদিনে দূষণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এই কাজটিও শর্তাবলীতে শুরু করার অনুমতি দেওয়া হবে।

সংসদ হামলার ২০ বছর, শহিদদের স্মরণ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদ ভবনে 'কাপুরুষোচিত' হামলার ঘটনা কখনও ভুলতে পারবে না ভারত। সংসদে জঙ্গি হানার ২০ তম বর্ষপূর্তিতে শহিদদের স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ।

২০০১-র ১৩ ডিসেম্বর লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের পাঁচ আত্মঘাতী জঙ্গি ঢুকে পড়েছিল সংসদ চত্বরে। জঙ্গিরা মারা পড়ে। তবে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান আট নিরাপত্তাকর্মী। নিহত হয়েছিলেন সংসদের এক মালিও। সোমবার সংসদ চত্বরে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এদিন সকালে টুইট করে জানিয়েছেন, '২০০১ সালের আজকের দিন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা সাহসী নিরাপত্তাকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য দেশ চিরকাল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, '২০০১ সালে সংসদ হামলার সময় শহিদ নিরাপত্তাকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। দেশের প্রতি তাঁদের সেবা এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ প্রতিটি নাগরিককে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।'

সমাজকল্যাণে অমূল্য অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন হরবংশ কাপুর : প্রধানমন্ত্রী

দেহরাদূন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ড বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা হরবংশ কাপুরের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জনসেবা ও সমাজকল্যাণে অমূল্য অবদানের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন হরবংশ কাপুর। রবিবার রাতে দেহরাদূনে জীবনাবসান হয়েছে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী হরবিংশ কাপুরের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। উত্তরাখণ্ডের ৮-বারের বিধায়ক ছিলেন হরবংশ কাপুর।

হরবংশ কাপুরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী সোমবার টুইট করে জানিয়েছেন, 'উত্তরাখণ্ডে আমাদের প্রবীণ দলীয় সহকর্মী হরবিংশ কাপুরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। একজন প্রবীণ বিধায়ক ও প্রশাসক, জনসেবা ও সমাজকল্যাণে অমূল্য অবদানের জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা। ওম শান্তি।' লাগাতার ৮-বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বল্পভাষী হরবংশ কাপুর। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে পথচলা শুরু। ১৯৮৫ সালে একবারই পরাজিত হয়েছিলেন তিনি, তারপর থেকে একবারও ভোটে হারেননি। উত্তরাখণ্ড বিধানসভার স্পিকার ছিলেন তিনি। হয়েছিলেন মন্ত্রীও। টানা ৮-বারের বিধায়ক হিসেবে রেকর্ড গড়েছিলেন হরবংশ কাপুর।

সরকারকে অনমনীয় বললেন খাড়গে রাজ্যসভায় অচলাবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট নাইডু

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভায় অচলাবস্থা কাটছেই না। শীতকালীন অধিবেশনের একটি দিনও সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি রাজ্যসভায়। প্রতিদিনই বিরোধীদের হইহট্টগোলে অশান্ত হয়েছে রাজ্যসভার অধিবেশন। দফায় দফায় মুলতুবি হয়েছে উচ্চকক্ষের অধিবেশন, একই পরিস্থিতি বজায় থাকল সোমবারও।

১২ জন সাংসদকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করায় এদিন সরকারকে অনমনীয় আখ্যা দিয়েছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। পাশাপাশি বিরোধীদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। রাজ্যসভায় এদিন মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'সরকার অনড় ও অনমনীয়, যা সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করতে আমাদের উস্কানি দিচ্ছে। এই কারণেই আমরা সদন থেকে ওয়াকআউট করব।' তখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেন, 'এটা কি সদন চালানোর কোনও উপায়?' এরপর দুপুর পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, হইচই চলতে থাকে। তাই দু''টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

কমিটির

● প্রথম পাতার পর

দাবি জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

শিক্ষা অধিকর্তার অফিস থেকে বেরিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, কোন মামলায় চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাদেরকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে চাকুরীচ্যুতির পত্র দিতে হবে। শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে চাকুরীচ্যুতির পত্র দিতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে পুনরায় চাকরিতে বহাল করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

নেতৃবৃন্দ আরো জানান, গত ১০ নভেম্বর তারা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে এসমস্ত বিষয় উল্লেখ করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সদুত্তর মেলেনি। সোমবার শিক্ষা অধিকর্তা চান্দনি চন্দ্রনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা আরো জানতে চান, একই চাকুরী নীতিতে ২০১২ সালে বিজ্ঞান শিক্ষকরা নিযুক্ত হয়েছিল। তাদেরকে কেন চাকরিতে বহাল রাখা হয়েছে।

চার লেন

● প্রথম পাতার পর

বলে জানিয়েছেন দীপক বাবু। জাতীয় সড়ক চার লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্মাণকারী সংস্থা ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ঠিক তেমনি স্থানীয় জনগণ রাস্তার কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চাকরিচ্যুত

● প্রথম পাতার পর

পারেনি অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর গাড়ি। এলাকার রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

প্রদান

● প্রথম পাতার পর

ই-শ্রম কার্ড প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়োজকরা বলেন, দেশের বহু শ্রমিক রয়েছেন যাদেরকে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এসব অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকের কাছে ই- শ্রম কার্ড পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের এভাবে তালিকাভুক্ত করে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বেও অসংগঠিত শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করে এধরনের কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং যারা এখনো তালিকাভুক্ত হন নেতাদেরকে পরবর্তী সময়ে তালিকাভুক্ত করে ই- শ্রম কার্ড প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

অকাল

● প্রথম পাতার পর

সেই পাকা রঞ্জিত দান কেটে ঘরে তোলার সময়কালে বরুণ দেবতার রুদ্ররোষে অকাল বর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বর্তমানের দিশেহারা। যদিও রাজ্য প্রশাসন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অফিসের মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। কিন্তু গ্রামীণ এলাকার বহু কৃষক সরকারি সাহায্যের কথা জানেন না।

সোমবার তৃষা বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল জলে টইটুম্বুর হয়ে থাকা কৃষি জমিতে কৃষকরা ধান কাটার কাজে ব্যস্ত। অন্যদিকে সোনালী রোদে ধান শুকানোরও পালা চলছে। যাতে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা লাঘব হয়। সেই চেষ্টাটাই করছেন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় কৃষকরা। জনৈক কৃষক জানান, শ্রাবণ মাসে রঞ্জিত ধান রুপন করা হয়েছিল। আর সেই রঞ্জিত ধান শুখা মরশুমের শুরুতেই পাকা ধান কেটে ঘরে তোলার পালা। কিন্তু অকাল বৃষ্টিতে কৃষকদের সমস্ত আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। কৃষকরা জানিয়েছেন তাদের অনেকেই ঋণ নিয়ে জমিতে ফসল লাগিয়েছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না মিললে পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে তার স্বামী হাবিবুর রহমান স্ত্রীর অনুপস্থিতে অন্য এক মহিলার সাথে প্রেমের লীলায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। সেই অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পেরে সুস্মিতা বেগম অভিমানে ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিষয়টি বাড়ির লোকেরা টের পেয়ে সুস্মিতা বেগমকে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কিন্ত, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে, ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা তাকে হাপানিয়া না নিয়ে বাড়িতে চলে গেছেন। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সংবাদ কর্মীদের ক্যামেরার সামনে গৃহবধূ তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে পরিবারের লোকজন তাকে বাধা দিয়েছেন। যা নিয়ে এক প্রকার রহস্য তৈরী হয়েছে। সুস্মিতা বেগম জানান, তার স্বামী হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় একটি মামলা করবেন।

বেড়ে ৩৮

● প্রথম পাতার পর

মাত্র ১৯ লক্ষ ১০ হাজার ৯১৭ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৩৩.১৭-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৩৩, ১৭,৮৪,৪৬২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিকূলতা জয় করে তাসখন্দে সোনা অচিন্ত্যের

ছ'মাস আগে নীরজ চোপড়া, মীরাবাই চানুরা যখন টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সোনা, রুপোর পদক জিতছিলেন, তখন তিনি পাটিয়ালার জাতীয় শিবিরে। ভারোত্তোলনে মীরাবাইয়ের রুপো পাওয়ার দিনে জাতীয় শিবিরেই আনন্দোৎসবে নেচেছিলেন হাওড়ার ছেলে অচিন্ত্য শিউলি। ধূলাগড়ের দেউলপুর গ্রামের সেই ছেলে শুক্রবার রাতে তাসখন্দে চলতি কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে ৭৩ কেজি বিভাগে সোনা জিতে গর্বিত করেছেন দেশকে।সোনা জয়ের পথে স্ন্যাচিংয়ে ১৪৩ কেজি তোলেন এই বঙ্গসন্তান। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে তোলেন ১৭৩ কেজি। সব মিলিয়ে ৩১৬ কেজি ওজন তোলেন অচিন্ত্য। এই বিভাগে রুপো পেয়েছে মালয়েশিয়া, ব্রোঞ্জ গিয়েছে শ্রীলঙ্কার দখলে। শনিবার সকালে তাসখন্দ থেকে অচিন্ত্য বলছিলেন, "আমার এই সোনা জয় কোচ বিজয় শর্মা ও মীরাবাই দিদিকে উৎসর্গ করছি। কোচ আমাকে টেকনিকের দিক দিয়ে যেমন উন্নত করেছেন, তেমনই চানু দিদি অলিম্পিক্স থেকে ফেরার পরে জাতীয় শিবিরে নানা প্রেরণাদায়ক গল্প শুনিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাসখন্ডে রওনা হওয়ার আগের দিনও বলেছিল, ভয় পাবি না। ডরকে আগে জিত হ্যায়।"অচিন্ত্যর পাখির চোখ এখন কমনওয়েল গেমস ও এশিয়ান গেমস। বলেছেন "আত্মতৃপ্ত হওয়ার কোনও জায়গা নেই। আমাকে কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমস থেকেও আগামী বছর সোনা আনতে হবে। তার পরের লক্ষ্য ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে পদক জেতা। বাঙালিদেরও যে শক্তি আছে, তা দেখাতে হবে!" ১৯ বছরের ভারোত্তোলক আরও বলেছেন, "টোকিয়ো অলিম্পিক্সে যেতে পারিনি এশিয়ান পর্বের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হওয়ায়। প্যারিসে নামতে হবেই।'অচিন্ত্যের সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে কঠোর জীবন সংগ্রামের গল্প। বাবা জগৎ শিউলি ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ২০১৩ সালে হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হন। অচিন্ত্যের বয়স তখন মাত্র ১১ বছর। দাদা অলোক তখন কলেজে। স্বপ্ন দেখছেন ভারোত্তোলন থেকে দেশের হয়ে পদক আনবেন। দাদার হাত ধরেই গ্রামের কোচ অষ্টম দাসের কাছে ভারত্তোলনের হাতেখড়ি। অচিন্ত্য বলেছেন, "বাবা মারা যাওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে রোজ খাওয়া জুটত না। তা সত্ত্বেও অনুশীলন বন্ধ করিনি। আমি, মা ও দাদা শাড়িতে জরি বসানোর কাজ করে যে সামান্য অর্থ পেতাম, তাতেই সংসার চলত।"২০১৩ সালের শেষে জাতীয় যুব প্রতিযোগিতায় অচিন্ত্যকে দেখে পছন্দ হয় সার্ভিসেস কর্তাদের। তখন থেকেই সেনাবাহিনীর ভাতা পান অচিন্ত্য। ২০১৫ থেকে রয়েছেন পাটিয়ালার জাতীয় শিবিরে। যুব এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এর আগে রুপো পেয়েছিলেন অচিন্ত্য। বলছেন, "মঙ্গলবার দেশে ফিরব। তার পরেই প্রস্তুতি শুরু করব। দিনে আট ঘণ্টা অনুশীলন করার পরিকল্পনা রয়েছে।"অচিন্ত্যর দাদা অলোক এখন খেলা ছেড়ে ঠিকা চুক্তিতে কাজ করেন। ভাইয়ের সাফল্যের দিনে তাঁর গলায় ক্ষোভের সুর। বলছিলেন, "অভাবকে হারিয়ে আমি না পারলেও ভাই সেই যুদ্ধে জিতেছে।

হরিয়ানা-সহ অন্য রাজ্যে এ রকম সাফল্য আনলে সরকার পুরস্কার দেয়। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০১৯-এ তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, তার পরে যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রুপো বা এই সাফল্যের পরে কেউ খোঁজই নেননি। গত বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল ও। দ্বিতীয় হওয়া ছেলেটিকে তাঁর রাজ্য কিন্তু পুরস্কৃত করেছে। আমাদের স্থানীয় সাংসদ বা বিধায়করা তো চেনেনেই না অচিন্ত্য শিউলিকে!

সিন্ধুর মুকুট রক্ষার লড়াই শুরু

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ের পরে তিন প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন পুসারলা বেঙ্কট সিন্ধু। ফরাসি ওপেন, ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স ও ইন্দোনেশিয়া ওপেন। ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে আন সে-ইয়ংয়ের কাছে হেরে যান সোনা-রুপোর লড়াইয়ে। চলতি মরসুমে ভারতীয় তারকার শেষ পরীক্ষা স্পেনের ওয়েলবায়। যেখানে রবিবার সিন্ধু নামবেন বিশ্বখেতাব ধরে রাখতে। যা তিনি জিতেছিলেন দু'বছর আগে সুইৎজারল্যান্ডের বাসেলে।প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়া সিন্ধুর প্রথম ম্যাচ বিশ্ব ক্রমতালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকা স্লোভাকিয়ার মার্টিনা রেপিস্কার বিরুদ্ধে। যে ম্যাচ জিতলে গোপীচন্দের প্রাক্তন ছাত্রী মুখোমুখি হবেন পর্নপাউয়ি চোচুয়ংয়ের। যাঁর কাছে শেষ দু'টি সাক্ষাতেই তিনি হেরেছেন। তবে এ বার তাইল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারালে সিন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে তাই জু ইংয়ের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মার্টিনা ছাড়া তাঁর সম্ভাব্য সব প্রতিপক্ষই কঠিন। তাই জু-র কাছে শেষ চার বারই হেরেছেন সিন্ধু। মুখোমুখি সাক্ষাতেও চিনা তাইপেই তারকা ১৪-৫ এগিয়ে।এ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ নানা কারণে দীপ্তি হারিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পুরো দল স্পেনে খেলছে না। সেরাদের অনেকেই সে দেশের। যাঁদের এক জন দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কেন্তো মোমোতা। মেয়েদের সিঙ্গলসে দেখা যাবে না তিন বারের বিশ্বসেরা ক্যারোলিনা মারিন ও ২০১৭-র চ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারাকে। খেলোয়াড় জীবনে এ বারই প্রথম বিশ্বসেরা হওয়ার লড়াইয়ে থাকছেন না লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা নেহওয়ালও।অনেকে না থাকলেও হায়দরাবাদের তরুণীর কাজটা এতটুকু সহজ হচ্ছে না। তাঁর দিকেই পড়েছেন চোচুয়ং, তাই জু এবং আন সে-ইয়ং। দক্ষিণ কোরিয়ার বিস্ময় প্রতিভা সে-ইয়ং অসাধারণ ছন্দে আছেন। স্পেনে খেলার আগে জিতেছেন ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স, ইন্দোনেশিয়া ওপেন এবং সিন্ধুকে হারিয়েই জীবনের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব।পুরুষ বিভাগে কিদম্বি শ্রীকান্তের খেলাই অনিশ্চিত ছিল। স্পেনের ভিসা পান শেষমুহূর্তে। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর ভারতীয়ের প্রথম লড়াই পাবলো আবিয়ানের বিরুদ্ধে। টোকিয়ো অলিম্পিক্স খেলা বি সাই প্রণীতের প্রথম প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের মার্ক কাউইয়াউ। একসময় বিশ্বের প্রথম দশে থাকা এইচ এস প্রণয়কে প্রথম রাউন্ডে হারাতে হবে অষ্টম বাছাই অ্যাঙ্গাস লং-কে। লক্ষ্য সেন অবশ্য শুরুতে বাই পেয়েছেন।পুরুষদের ডাবলসে নেই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম দুই বাছাই জুটি। ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি অষ্টম বাছাই।

তাঁরাও প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়েছেন। চিরাগদের মতো স্পেনে দেখা যাবে মেয়েদের ডাবলসে এন সিক্কি রেড্ডি-অশ্বিনী পোনাপ্পাকে।

চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধেও ড্র, আইএসএল-এ টানা তিন ম্যাচে আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান

চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধেও এল না জয়। আইএসএল-এ এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান। তবে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে হারতে হল না। সবুজ-মেরুন ১-১ ড্র করেছে। প্রথমার্ধে এটিকে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লিস্টন কোলাসো।

বিরতির কিছুটা আগে সমতা ফেরান চেন্নাইয়িনের ভ্লাদিমির কোমান।গোলের লক্ষ্যে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করতে থাকে এটিকে মোহনবাগান। শুরুতেই রয় কৃষ্ণ এগিয়েছিলেন বল নিয়ে। কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ায় ফিনিশ করতে পারেননি। প্রথম দশ মিনিটে কোনও দলই সে ভাবে আর সুযোগতৈরি করতে পারেনি। কিন্তু ১৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় এটিকে মোহনবাগান।কোমানের একটি মিসপাস ধরে ফেলেন মনবীর। সেখান থেকে বল যায় কৃষ্ণের কাছে। গোলের দিকে সেই ফাঁকে দৌড়চ্ছিলেন লিস্টন কোলাসো। কৃষ্ণের থেকে বল পেয়ে চলতি বলেই শট নিয়ে গোল করেন।

তবে হাবাসের কৌশলও কিছুটা দায়ী। গোল আসছে না দেখেও তিনি ডেভিড উইলিয়ামসকে নামাননি আগে। তাঁকে যখন শেষমেশ নামালেন, খেলা তখন শেষের দিকে। তার কিছুক্ষণ আগে মাইকেল সুসাইরাজ এবং লেনি রদ্রিগেসকে নামালেও তাঁরা ম্যাচে ছাপ ফেলতে পারেননি।তবে গোল খেয়েই চেন্নাইয়িন তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে উঠতে থাকে। সবুজ-মেরুনের বক্সে একের পর এক আক্রমণ ধেয়ে আসতে থাকে। আশুতোষ, প্রীতম ঠান্ডা মাথায় তার মোকাবিলা করতে থাকেন। ভাল কিছু শট বাঁচিয়ে দেন গোলকিপার অমরিন্দরও। চেন্নাইয়িন এই সময় বেশ কিছু কর্নার পায়। যদিও তার কোনওটিই তারা কাজে লাগাতে পারেনি।অবশেষে বিরতির কিছুক্ষণ আগে সমতা ফেরায় চেন্নাইয়িন। দ্রুত থ্রো-ইন নেন অনিরুদ্ধ থাপা। লুকাস বল পেয়ে তা পাস করেন ভ্লাদিমির কোমানকে। বল পেয়েই ডান পায়ে শট নেন কোমান। অমরিন্দর ঝাঁপিয়েও কিছু করতে পারেননি।এর মাঝেই বিরতির আগে বাগানের ফিজিয়ো লুইসকে লাল কার্ড দেখানো হয়। দীপক এবং লুকাসের একটি ঝামেলাকে ঘিরে রেফারির সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখান।দ্বিতীয়ার্ধে গোটাদুয়েক সুযোগ পেয়েছিল এটিকে মোহনবাগান। ৪৮ মিনিটে কৃষ্ণের পাস পেয়ে শট করেছিলেন হুগো বুমোস। অল্পের জন্য তা বাইরে যায়।

৬২ মিনিটে কর্নার থেকে গোলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন জনি কাউকো। কিন্তু কাজে লাগেনি।

কেরল দ্বৈরথের আগে ফের বিপন্ন লাল-হলুদ কোচ

লাল-হলুদ সমর্থকেরা সম্ভবত এখন সবচেয়ে স্বস্তিতে থাকেন এসসি ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ না থাকলেই! আজ, রবিবার আইএসএলে কেরল ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হবেন ড্যানিয়েল চিমারা। ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে থেকেই সমর্থকরা আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেন। তার উপরে শনিবার ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস যখন নিজেই স্বীকার করে নিলেন কেরলকে হারানো খুবই কঠিন, তখন রক্তচাপ তো বেড়ে যাবেই।পাঁচটি ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি এসসি ইস্টবেঙ্গল। হেরেছে তিনটিতে। চিমারা ড্র করেছেন দু'টি ম্যাচে। এখনও পর্যন্ত খেয়েছে ১৪টি গোল! পরিসংখ্যানের চেয়েও ভয়াবহ দলের অন্দরমহলের পরিস্থিতি। চলতি আইএসএলে আদৌও কোনও ম্যাচ জিতবেন কি না, তা নিয়ে স্বয়ং কোচের মনেই গভীর সংশয় রয়েছে। শনিবার আরও একবার তাঁর গলায় হতাশার সুর শোনা গেল। লাল-হলুদের স্পেনীয় কোচ বললেন, "কেরল খুবই শক্তিশালী এবং গোছানো দল। ওদের ফুটবলাররা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ওদের হারানো খুবই কঠিন।" কেরলের কোচ ইভান ভুকোমানেভিচ বলেছেন, "আকর্ষণীয় ফুটবল খেলে জয়ের ধারা বজায় রাখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।"যে কোচ মাঠে নামার আগে মনে করেন জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ, সেই দলের পক্ষে কি ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব? কেন ম্যানুয়েল জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নন? লাল-হলুদ কোচের ব্যাখ্যা, "শুধু ফিটনেস নয়।দক্ষতা, গুণগত মান, সব ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে রয়েছি। কোচের এই মন্তব্য শুনে কেউ কেউ বলে ফেললেন, "আসলে কোচ ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। যাতে কেরলের কাছে হারলে ওঁকে একা দায়ী না করা হয়।'প্রশ্ন উঠছে কোচ কি পারেন দায় এড়িয়ে যেতে? কারণ, অষ্টম আইএসএলে পাঁচ ম্যাচে ১৪টি গোল খেয়েছে লাল-হলুদ। সবই রক্ষণের ভুলে। অথচ চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ডিফেন্ডার রাজু গায়কোয়াড়কে সব ম্যাচে খেলাচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ। কেন আদিল খানকে তিনি খেলাবেন না শুরু থেকে? সব দলেরই প্রথম একাদশ মোটামুটি চূড়ান্ত থাকে। প্রয়োজনে এক বা দু'জন ফুটবলার পরিবর্তন করেন কোচেরা। ব্যতিক্রমী ছবি লাল-হলুদে। পাঁচটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন করেছেন ম্যানুয়েল। যা নিয়ে ফুটবলারদের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়ছে। তাঁরা মনে করছেন, বারবার প্রথম দলে পরিবর্তনের ফলে বোঝাপড়া গড়ে উঠছে না। কেন থংখোসিয়েম হাওকিপকে বসিয়ে রেখে মাঝমাঠের অমরজিৎ সিংহ কিয়ামকে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলাচ্ছেন? লাল-হলুদ কোচ যুক্তি দিচ্ছেন, টানা ম্যাচ খেলে ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

ব্যাডমিন্টনে জয়ী অয়ন, উৎসবা

ইয়োনেক্স সানরাইজ তৃতীয় রাজ্য সিনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরুষ এবং মহিলা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন অয়ন পাল এবং উৎসবা পালিত।শনিবার ফাইনালে পুরুষদের সিঙ্গলসে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা অয়ন হারিয়েছেন অনির্বাম মণ্ডলকে।

তবে তিন গেমের ম্যাচে যথেষ্ট লড়াই হয়েছে। ১২-২১ পয়েন্টে প্রথম ম্যাচ হারের পরেই ঘুরে দাঁড়ান। পরের দুই ম্যাচ জেতেন ২১-১৮, ২১-১২ পয়েন্টে। এর আগে সেমিফাইনালে অয়ন ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-৮ পয়েন্টে হারান অরুনাংশু পাত্রকে। তবে মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল হয়েছে একপেশে। উৎসবা ২১-১১, ২১-৮ ফলে সুতন্বী সরকারকে হারিয়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়নের সম্মান ছিনিয়ে নেন। সেমিফাইনালেও উৎসবাকে ম্যাচ জিততে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয়নি। ২১-১৩, ২১-১৩ ফলে উৎসবা হারান সঞ্চালি দাশগুপ্তকে।ছেলেদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কৌশিক পাল এবং পল্লব বসু জুটি। তাঁরা ২১-১৭, ১১-২১, ২১-১১ ফলে হারিয়েছেন আদিত্য মণ্ডল এবং সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় জুটিকে।

মেয়েদের ডাবলসে মণিদীপা দে এবং উৎসবা পালিত ১৮-২১, ২২-২০, ২১-১৭ ফলে হারিয়েছেন মুস্কান চট্টোপাধ্যায় এবং সায়নী সরকার জুটিকে। সিঙ্গলসের সঙ্গে মেয়েদের ডাবলসেও সফল উৎসবা। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে পল্লব বসু এবং মুস্কান চট্টোপাধ্যায় জুটি হারিয়েছে অরূপ বৈদ্য এবং সুতন্বী সরকার জুটিকে।

গোলের সেঞ্চুরি স্টার্লিংয়ের, শীর্ষেই সিটি

কাঙ্ক্ষিত গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হল ৬৬ মিনিট। দশ জনের উলভসের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে স্বস্তির হাসি ফেরালেন রাহিম স্টার্লিং। ১৬ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষস্থান ধরে রাখল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।তবে নিজের চেনা মাঠ অ্যানফিল্ড থেকে হতাশ হয়েই ফিরলেন স্টিভন জেরার। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মহম্মদ সালাহের গোলে লিভারপুল ১-০ হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলাকে। ১৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রইল লিভারপুল।স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসি ভক্তদের মুখে হাসি ফোটালেন জর্জিনহো। ম্যাচে থোমাস টুহলের দল ৩-২ হারিয়েছে লিডস ইউনাইটেডকে। জোড়া গোল করলেন জর্জিনহো। তার মধ্যে শেষ গোল সংযুক্ত সময়ের চার মিনিটে পেনাল্টি থেকে। অন্য গোল মেসন মাউন্টের। ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে চেলসি। ঘরের মাঠে আর্সেনালও ৩-০ হারিয়েছে সাদাম্পটনকে।

গোল করলেন ল্যাকাজেত, ওডেগার্ড এবং গ্যাব্রিয়েল। ১৬ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এল মিকেল আর্তেতার দল।গত মরসুম থেকেই ম্যানেজার গুয়ার্দিওলার সঙ্গে শীতল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নিয়মিত প্রথম একাদশে জায়গা পাচ্ছেন না স্টার্লিং। শনিবার কিন্তু তিনিই এনে দিলেন কাঙ্ক্ষিত জয়। সেখানেই শেষ নয়। প্রিমিয়ার লিগে নিজের গোলের সেঞ্চুরিও করে ফেললেন। ইপিএল ইতিহাসে ৩২ নম্বর ফুটবলার হিসেবে এই কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ইংল্যান্ড তারকা।ম্যাচের পরে স্টার্লিং বলেছেন, "প্রিমিয়ার লিগে একশো গোল করা নিঃসন্দেহে এক বড় কৃতিত্ব। এমন একটা কীর্তির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে গর্বিত।" তবে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে রাউল খিমেনেস লাল কার্ড (জোড়া হলুদ কার্ড) না দেখলে কি ম্যান সিটির জয় খুব সহজ হত? স্টার্লিং বলেছেন, "উলভস বরাবর আমাদের কাছে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ। তাই ধৈর্য ধরে আমাদের গোলের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রত্যেক ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।যদিও উলভস শিবির পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। হোয়াও মুতিনহো অবৈধ ভাবে বক্সের মধ্যে বের্নান্দো সিলভার সেন্টার থামান। রেফারি গোল প্রযুক্তির (ভার) সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। যা নিয়ে ম্যাচের পরে পেপ বলেছেন, "এটা নিয়ে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে এটা মানতেই হবে, উলভস দলের জমাট রক্ষণ আমাদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। গত মরসুমেও ওরা আমাদের ভুগিয়েছিল। সেই জায়গা থেকে এই জয় আমাদেরকাছে দারুণ তৃপ্তির।"দুরন্ত বায়ার্ন: বুন্দেশলিগায় ছুটছে রবার্ট লেয়নডস্কিদের বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার তারা ২-১ হারিয়েছে মাইনজকে। বায়ার্নের গোলদাতা কিংসলে কোমান, জামাল মুসিয়ালা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দিব্য কাশী ভব্য কাশী উপলক্ষে আগরতলায় শিববাড়ীতে বিশেষ পূজায় অংশ নেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মৎস্য ক্ষেত্রে ১১টি পার্বত্য রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার প্রথম স্থান অর্জন

ওয়াটার বডিজ লিজ পলিসি ২০২১ সরকার গ্রহণ করেছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। মৎস্য দপ্তর প্রথমবারের মতো রাজ্যের জলাশয়গুলির জন্য লিজ পলিসি ২০২১ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এই সংবাদ জানান। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৫০২টি জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয়গুলি এতদিন মৎস্য দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেমন পঞ্চায়েত, শিক্ষা, আরক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার এই জলাশয়গুলি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষনের উদ্দেশ্যে এই প্রথমবারের মত ত্রিপুরা ওয়াটার বডিজ লিজ পলিসি ২০২১ গ্রহণ করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এবছর মৎস্য ক্ষেত্রে দেশের ১১টি পার্বত্য রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

এদিন মৎস্য মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, এবছর মৎস্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের উৎকর্ষতা স্বরূপ দেশের ১১টি পার্বত্য রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে গত ২১ নভেম্বর বিশ্ব মৎস্য দিবসে ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক থেকে ১০ লক্ষ টাকা সম্মানস্বরূপ পুরষ্কার প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর বন দপ্তরের জাইকা প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চ্যাক ডেম তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের সমন্বয়ে এই চ্যাক ডেমগুলিতে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি আরোও জানান, রাজ্যে বছরে মাছের চাহিদা জন প্রতি ২৫ কে.জি। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। তিনি জানান, রাজ্যে মাছের চাহিদা অনুসারে প্রায় ২৩ শতাংশ মাছ বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য মৎস্য দপ্তর ক্যাজ কালচার, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মাছের রেনু উৎপাদনের মত বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে রাজ্য মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে মৎস্য মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

এদিন মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা ত্রিপুরায় ৫৮৯জন মৎস্য মিত্র নিয়োগ করা হবে। কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতে রাজ্যের বাজারগুলিতে মাছের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে ছিল।

কোভিড সংক্রমণ ফের নিম্নমুখী, ভারতে আরোগ্যের হার বেড়ে ৯৮.৩৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের কমে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। মৃত্যুর সংখ্যাও আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৩৫০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২০২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৯৭৩ জন, ভারতে সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৯৮.৩৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৯,১৪,৫৬-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৮২৫ জন (৫৬১ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগী)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৩৫০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৬ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৯ লক্ষ ১০ হাজার ৯১৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৩৩,১৭,৮৪,৪৬২ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৫,৬৩৬ জন (১.৩৭ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যেই সুস্থতা খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৯৭৩ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪১,৩০,৭৬৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৭ শতাংশ।

বিজেপি বিরোধী ভোট একজোট করতে গোয়ায় এসেছি, কংগ্রেসকে বার্তা মমতার

পানাজি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ করা তৃণমূলের উদ্দেশ্য নয়। বরং বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের একজোট করতেই গোয়ার ময়দানে নেমেছে জোড়াফুল শিবির। গোয়ার কর্মিসভা থেকে কংগ্রেসের উদ্দেশে বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র তৃণমূলই লড়তে পারে তাও স্পষ্ট করে দেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এখানে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগাভাগি করতে আসিনি। বিজেপি বিরোধী ভোট একজোট করতে এসেছি। বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র আমরা লড়াই করছি। অন্য কেউ আমাদের সমর্থন করতে চাইলে স্বাগত।' ইতিমধ্যেই গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোটের কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলির কথাও তুলে ধরেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মানুষের কথা ভাবি। বাংলায় স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী চালু করেছে আমাদের সরকার। তৃণমূল ক্ষমতায় এলে গোয়ার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলি আমি নিজে দেখব। ১২ থেকে ১৪টি প্রকল্প নিলেই গোয়া নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। গোয়ায় ক্ষমতায় এলে মহিলাদের উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে।'

বায়ুসেনার অফিসার বরুণ সিংয়ের অবস্থা এখনও সংকটজনক

বেঙ্গালুরু, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : কুন্নুরে চপার দুর্ঘটনায় জখম এয়ারফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের অবস্থা এখনও সংকটজনক। বেঙ্গালুরু সেনা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বায়ুসেনা ওই অফিসারের। হাসপাতাল সূত্রে সোমবার জানানো হয়, তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হলেও স্থিতিশীল। খুব সামান্য হলেও চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন বরুণ সিং। গোটা দেশ বায়ুসেনা অফিসারের আরোগ্য কামনা করছে। যদিও চিকিৎসকদের একাংশের কথায়, ৯০ শতাংশ দগ্ধ শরীর নিয়ে বেঁচে ফেরা কঠিন। তবু চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছেন না চিকিৎসকরা।

বুধবার দুপুরে বায়ুসেনার ভিআইপি চপারে চেপে তামিলনাড়ুর সুলুর থেকে ওয়েলিংটন সেনাঘাঁটি যাচ্ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। মাঝ আকাশেই দুর্ঘটনার শিকার হয় চপারটি। বিপিন রাওয়াত-সহ আরোহীদের নিয়ে নীলগিরি পাহাড়ের চা বাগানে ভেঙে পড়ে সেটি।

মুহূর্তে আগুন ধরে যায় চপারটিতে। ওই চপারেই ছিলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াতের স্ত্রী মধুলিকা সহ মোট ১৪ জন। সূত্রের খবর, বিপিন রাওয়াতকে জীবিত অবস্থায় চপার থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাণ হারান তিনি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৩ জনের। জীবিত রয়েছেন শুধুমাত্র এয়ারফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং। বরুণ সিংকে দুর্ঘটনার পর প্রথমে তামিলনাড়ুর ওয়েলিংটন সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর এয়ারঅ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতাল থেকে আনা হয় সুলুর বিমানঘাঁটিতে। সেখান থেকে এয়ারলিফ করে বেঙ্গালুরুর কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু ব্রিটেনে বুস্টার টিকা চালু করার ঘোষণা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর

লন্ডন, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : করোনার নয়া রূপ ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু হল ব্রিটেনে। সোমবার টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, "এই দেশে অন্তত একজনের মৃত্য হয়েছে, যিনি ওমিক্রনে আক্রান্ত ছিলেন।" একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, দ্রুত মিউটেশনের ফলে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে পারে ওমিক্রনের তরঙ্গ। এর জন্য সচেতন থাকা জরুরি। তবে ওমিক্রনে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এর বেশি তথ্য দেননি বরিস। তাঁর বিদেশে যাওযার কোনও ইতিহাস ছিল কি না, তা-ও জানা যায়নি।

রবিবারই প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, ব্রিটেনে আছড়ে পড়তে চলেছে ওমিক্রনের একটি ভয়াবহ ঢেউ। এই নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তার মধ্যেই এই মৃত্যুর খবরে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "অতীতে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি কী ভাবে করোনার গ্রাফ বাড়ে। এই নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে ওমিক্রনের একটি নতুন ঢেউ ধেয়ে আসছে।"

একই পরিবারের নামে দুটি রেগার জব কার্ড ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর।। একই পরিবারের নামে দুটি রেগার জব কার্ড কে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে জনমনে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের তুইকর্মা এডিসি ভিলেজে বিলাই হাম রিয়াং পাড়ার নর্থ বিলাই হাম পাড়ায়।

সংবাদে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত তুইকর্মা এডিসি ভিলেজে হাজরাবাড়ী বিলাই হাম চৌহমুনী এলাকায় ৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয়ে প্লেগ্রাউন্ড এর ল্যান্ড লেবেলিং এর কাজ শুরু হয়। তাতে ১০০ জনের অধিক রেগা শ্রমিকদের রেগা কাজে জন্য নিয়োজিত করে।এদিকে ১০০ জন শ্রমিকদের মধ্যে একই পরিবারের ধর্মঞ্জয় রিয়াং এবং তার স্ত্রী সাবু দেববর্মা রিয়াং নামে জব কার্ড প্রদান করেছে প্রশাসন। এমনকি এ কাজের জন্য এফ টি ও এর মাধ্যমে রেগার পারিশ্রমিক পেয়ে যায়।এদিকে এই ঘটনায় এলাকা অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে একাংশ রেগা শ্রমিকদের মধ্যে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে সেটা কেমন করে সম্ভব হয়েছে। দাবি উঠেছে উক্ত বিষয়টি যেন গুরুত্ব সহকারে দেখা হোক ব্লক প্রশাসন থেকে।

কলকাতার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর (হি.স) : আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে কলকাতা পুরভোট করার দাবি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পুরভোটে বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে বিজেপি। সোমবার ওই মামলায় বিজেপির আবেদন খারিজ করল দেশের শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে বলেছে। বিচারপতি এল নাগেসারা রাও এবং বিচারপতি বিআর গভাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। বাহিনী মোতায়েন করা হবে কি হবে না, এই নিয়ে বলার যোগ্যতা কলকাতা হাইকোর্টের রয়েছে। বিজেপির হয়ে এই মামলায় সওয়াল করেন আইনজীবী মনিন্দর সিং।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলকাতা পুরভোটের নিরাপত্তায় থাকবে ৩০ হাজার কলকাতা পুলিশ ও ৫ হাজার রাজ্য পুলিস। কোনও ভোটকেন্দ্রে সিভিক পুলিস যে থাকবে না, তা-ও স্পষ্ট করে দেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার।।এর পর ডিসেম্বরের শুরুতে অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচনের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয় বিজেপি।

সুপ্রিম আদালতে দায়ের করা পিটিশনে সই করেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অভিযোগে বলা হয়, বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকে মনোনীত প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য তাঁদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। শাসকদলের এ ধরনের হুমকির মুখে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয় বলেই পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিহত দুই টিএসআর জওয়ানের পরিবারের হাতে দেয়া হল চেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। গত চৌঠা ডিসেম্বর মধুপুর থানাধীন কোনাবন জিসিএস এ টি এস আর পঞ্চম নম্বর ব্যাটেলিয়ানের দুই জওয়ান - নায়েক সুবেদার কিরণ জমাতিয়া ও মার্কা সিংহ জমাতিয়া সুকান্ত দাসের রাইফেলের গুলিতে নিহত হন। আজ আগরতলা পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে নিহত দুই শহীদের পরিবারের সদস্যদের হাতে সরকারি সাহায্য হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দশ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। প্রথমে পুলিশ লাইন সংলগ্ন কিরণ জমাতিয়ার বাড়িতে এই চেক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এলাকার তথা ৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল ও টি এস আর পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট এইচ এস ডারলং।

উনারা টি এস আর কিরন জমাতিয়ার বাড়িতে ঢোকা মাত্র পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত টিএসআর পঞ্চম নম্বর ব্যাটেলিয়ানের নায়েক সুবেদার কিরন জমাতিয়ার স্ত্রী ও মা। নিহত নায়েক সুবেদার কিরণ জমাতিয়ার স্ত্রী-পুত্র সহ পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে সব সময় এই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সহ এই ঘটনার সাথে জড়িত টি এস আর সুকান্ত দাসের কঠোর শাস্তির দাবি জানান উপস্থিত আত্মীয় স্বজন। এর পর প্রতিনিধি দল কিল্লা ব্লকের দেওয়ান বাড়ি স্থিত টি এস আর পঞ্চম বাহিনীর নায়েক সুবেদার মার্কা সিং জমাতিয়ার বাড়িতে চেক নিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেও পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিধি দলের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন।৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল ও টি এস আর পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট এইচ এস ডারলং উভয় পরিবারের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এত দ্রুত সরকারী সাহায্য পাওয়ায় নিহত দুই পরিবারের আত্মীয় স্বজন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের যারপরনাই খুশি।

সিপিএমে ভাঙ্গন, বিজেপিতে যোগ দিলেন ৩৫২ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগবাসা মন্ডল সভাপতির হাতধরে তিনশো বাহান্ন জন ভোটার পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছে। বাগবাসা মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেবের হাতধরে তিনশো বাহান্ন জন ভোটার যোগ দিলেন পদ্ম শিবিরে। মূলত পঞ্চান্ন নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিআইএম দলের ভোট ব্যাঙ্ক বললেই চলে।

ওই বিধানসভা কেন্দ্রটি প্রাক্তন সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়িকা বিজিতা নাথের দখলে রয়েছে। সেই বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম দল ত্যাগ করে তিনশো বাহান্ন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেছে। এককথায় সিপিআইএম দলের ঘরে বিজেপির থাবা বসিয়েছে।

রবিবার বিকেলে উত্তর জেলার বাগবাসা মন্ডলের অধীন কালাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি দলের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান সভায় বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের টংগিবাড়ি,বাগবাসা, প্রত্যেকরায়, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম লালছড়া,ইছাই লালছড়া,গোবিন্দপুর, লক্ষীনগর,নদীয়াপুর শনিছড়া,উত্তর গঙ্গানগর,শনিছড়া ও পূর্ব হুরুয়া গ্রামের একশো সাত পরিবারের তিনশো বাহান্ন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে সামিল হন। নবাগতদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে দলে বরন করে নেন বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব।

যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাথ, পান্না লাল শর্মা প্রমুখ। যোগদান সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিকে যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব বলেন,বাগবাসা

রাজ্যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পকে ঘিরে বেসরকারীকরণ নিয়ে গুজব ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে : গেজেটেড অফিসার্স সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় স্কুল বেসরকারীকরণ নিয়ে গুজব এবং অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই দাবি করে আজ সোমবার গেজেটেড অফিসার্স সংঘ "বিদ্যাজ্যোতি স্কুল"প্রকল্পকে ঘিরে গুজব এবং অপপ্রচার চালানোর তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাথে বিভিন্ন রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে ওই প্রকল্পের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে।

সংঘের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায়ের বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অনেক সরকারী স্কুল সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, হরিয়ানায় ১২৫টি, ওড়িশাতে ২০০টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০৯২টি এবং সিকিম ও অরুনাচল প্রদেশে সমস্ত সরকারী স্কুল সিবিএসই অনুমোদন পেয়েছে। এছাড়া, ছত্তিসগড় এবং মহারাষ্ট্রেও বহু সরকারী স্কুল সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে পরিবর্তীত হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার মন্ত্রিসভার অনুমোদন ক্রমে ১০০টি সরকারী বিদ্যালয়কে সিবিএসই-তে উন্নীত করেছে। কারণ, গুনগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যেই ওই পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর আরো দাবি, ত্রিপুরায় ৯৫ শতাংশ মানুষ চাইছেন প্রত্যেক ব্লক কিনবা মহকুমাতে ন্যূনতম ১টি বিদ্যালয় সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে পরিবর্তীত হোক।

তিনি জানিয়েছেন, প্রথমে ২০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই স্কুলে উন্নীত করা হয়েছিল। তাতে, অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং ওই স্কুলগুলিকে ভর্তির জন্য প্রচন্ড ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। তাই, ত্রিপুরার শিক্ষানুরাগী জনগণের দাবিকে মান্যতা দিতে গিয়ে রাজ্য সরকার ১০০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই অনুমোদনক্রমে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল প্রকল্প তথা মিশন ১০০ ঘোষণা করেছে।

ওই প্রকল্পের নানাহ বৈশিষ্ট তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, পরিকাঠামো উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকার শিক্ষক, স্টাফ নার্স এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকর্মী সহ মোট ১৪০০ জন নিয়োগ করবে। সিবিএসই-র নিয়মানুসারে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর আনুপাতিক হার বজায় রাখা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতে পারবে। সাথে তিনি জানিয়েছেন, মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা এবং শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের উপস্থিতির হার নির্ণয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বায়ো মেট্রিক পদ্ধতি চালু হবে।

তাঁর কথায়, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুলগুলির তিনটি স্তরে পরিচালনা পর্যদ রয়েছে। রাজ্য স্তরে মুখ্য সচিব, জেলা স্তরে জেলা শাসক চেয়ারম্যান পদে থাকবেন। এছাড়া, শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ অনুসরণ করে অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়ের ন্যায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি রয়েছে, তার চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন সংশ্লিষ্ট জেলার মহকুমা শাসক।

এদিন তিনি দাবি করেন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প নিয়ে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারীকরণ উল্লেখ নেই। তাতে স্পষ্ট, ত্রিপুরায় একটা অংশ চাইছে ওই প্রকল্পকে বেসরকারীকরণ আখ্যায়িত করে গুজব এবং অপপ্রচার চালিয়েছে, তারা রাজ্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে সংঘ।

সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার সাথে বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশন দিয়েছেন ওটি টেকনিশিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।